চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 269 Tuesday, 29 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা ✱ ১১ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

জোর করে টিএমসিপি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের ছাত্রীদের। অভিযোগ অস্বীকার টিএমসিপির। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটিয়ে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তালদহ মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রবেশ করল বিজেপি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মানুষের বুদ্ধির বিকল্প নয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে এআই মানুষের বুদ্ধিমত্তা বা মানব উপাদানের বিকল্প হতে পারে না। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের পর পর ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে, হয়েছে বিতর্ক। এ বার কি বিবর্ণ অতীত পাল্টে দিতে পারবে রোহিতরা? ...বিস্তারিত পাতা ৮

দত্তপুকুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন একজন। এর মধ্যেই আবার জোড়া মামলা বিজেপি-র। আদালতের দ্বারস্থ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজর্ষি লাহিড়ি। সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা করা হয়েছে বলে খবর। এর আগে দেখা গিয়েছে হাইকোর্ট এনআইএ তদন্ত দিলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে কোনও রকম সাহায্য না করার অভিযোগ ওঠে। রাম নবমীর সময় অশান্তির ঘটনায় শিবপুর, হাওড়া, ডালখোলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর তরফে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। তিনিই প্রথমে রাম নবমীতে হিংসার ঘটনার তদন্তে এনআইএ তদন্তের দাবি জানান। হাইকোর্টে দীর্ঘ শুনানির পর এনআইএ-র হাতে তদন্তভার দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও রাজ্য সহযোগিতা করছে না। এই অভিযোগে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই অভিযোগ জানান এনআইএর আইনজীবী। বিস্ফোরণ কাণ্ডের ঘটনায়, শুভেন্দু অধিকারীর করা মামলায় আজ এই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, এই বিস্ফোরণ কীভাবে ঘটল, এত মানুষ কীভাবে মারা গেলেন গোটা বিষয়টিই যাতে এনআইএ খতিয়ে দেখে তাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামিকাল সকাল সাড়ে দশটায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি রয়েছে। রবিবার বিস্ফোরণের ঘটনার পরই এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। শমীক ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন, কোন শব্দ তৈরি করতে গেলে স্টোনচিপস লাগে? তাঁর দাবি ছিল, ওই এলাকায় স্টোন চিপস সহ একাধিক রাসায়নিকের সন্ধান মিলেছে। ওই এলাকায় লুকিয়ে বোমা তৈরি হত, মারণাস্ত্র তৈরি হত। আর জেলায়-জেলায় এই বোমা তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেছিলেন শমীক।

নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার মেয়ো রোডের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে তুলোধনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির লোককে উপাচার্য করা হয়েছে। এমনকী নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন যা ছিল কোল্ড ওয়ার (রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রী) আজ, সোমবার তা মেয়ো রোড থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে সিভি আনন্দ বোসকে সরাসরি নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে কড়া বার্তাও দেন তিনি। রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ‘‘এটা মগের মুলুক নাকি? বিজেপি সেলের প্রেসিডেন্টকে উপাচার্য করে দিল। আপনি মনোনীত, আমরা কিন্তু নির্বাচিত। এখানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিশ্চয়ই এসেছেন। কিন্তু এখন তো আবার একজন ছাতা হয়ে আছেন। তিনি তো কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেন না। কোনও নিয়মও মানেন না। আমি তাঁর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কার্যকলাপকে আমি কোনওভাবেই সম্মান করি না। কারণ তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এখন টালমাটাল পরিস্থিতি করে ছেড়েছে।’’ অন্যদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো কড়া ভাষায় বিঁধেছেন রাজ্যপালকে। প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। তাঁর কথায়, ‘‘নিজের বন্ধুকে ভিসি করছেন। আইপিএসকে ভিসি করছেন। অথচ যিনি কোনওদিন প্রফেসারির ট্রেনিংই নেননি। তাঁকে ভিসি করেছেন। যাদবপুরে বিজেপি সেলের প্রেসিডেন্টকে বসিয়েছে ভিসি করে। এটা কি মগের মুলুক? আপনার এক্তিয়ারে আমরা যাই না, আপনিও আসবেন না আমাদের এক্তিয়ারে। আপনি আর মুখ্যমন্ত্রী এক নয়। আপনি মনোনীত আর আমরা নির্বাচিত। আর নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমি শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে ওখান থেকে লোক নিয়ে আসা হচ্ছে। রাজভবনে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কল যাচ্ছে।

> **আমাকে একজন মেসেজ করেছেন, ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে অভিষেককে গ্রেফতার করব।**
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যাকে ইচ্ছা ডেকে পাঠাচ্ছে। ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছে দুর্নীতি বলতে পার?’’ এছাড়া আজ এই মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে র‍্যাগিং নিয়ে অভিযোগ জানাতে টোল-ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে। আর ২০২৪ সালকে পাখির চোখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে দিল্লি থেকে হঠানোর ডাক দিয়েছেন তিনি। সেই লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য তাঁর। রাজ্যপাল ছাত্রদের ডেকেও রাজ্য সরকার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরির চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ মমতার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ডেকে বলছেন, দুর্নীতি কি বলতে পার! আরে দুর্নীতি তো সবচেয়ে বেশি আপনারা করেছেন। নোটবন্দি থেকে ফরেন ডিল, বেসরকারীকরণ সব করেছেন আপনারা। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তো দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। কই, ইডি, সিবিআই তো ওখানে যায় না।’’ এদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আপনারা যদি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনটা করতে পারেন তা হলে আমি জেলায় জেলায় নির্দেশ দিয়ে দেব।’’ ২০১৭ সালে শেষবার রাজ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয়েছিল। তারপর যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতীর মতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হলেও সেগুলি সম্পূর্ণ ছিল না। এবার গোটা রাজ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার ইঙ্গিত দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সভা থেকে পুলিশকে কড়া বার্তা দেন তিনি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে সুর চড়ান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘গোলি মারো বলছে। দিল্লি করবে ভেবেছে। দেখি কত বড় সাহস। মার গোলি। পুলিশকে বলেছি সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে। যারা এই স্লোগান দিয়েছে। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি লালে লাল হয়েছে। গণ্ডগোল করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আমি পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিচ্ছি যে ছাত্র যেখানে পড়ে, সেখানে কলেজ করবে। বাইরের কেউ যেন গুণ্ডামি করতে না পারে। গোলি মারার অধিকার কারও নেই। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস এখানে এক হয়ে কা-কা করে ডাকছে।’’ রাজ্যের একাধিক দুর্নীতিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে বিরোধীরা। এমনকী ইতিমধ্যেই একাধিকবার ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখেই পড়েছেন অভিষেক। মেয়ো রোড তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীর কথায়, ‘‘কালকে একজন মেসেজ দিচ্ছে। অভিষেককে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে গ্রেফতার করা হবে। কেন ভাই! অভিষেক কী করেছে? অনেক সরকার দেখেছি, এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার দেখিনি।’’

‘আমার অফিসে ঢুকে কম্পিউটার থেকে ১৬ ফাইল ডাউনলোড’

ইডি-র বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ফের একবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশিতে অভিষেকের নাম উল্লেখ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল ইডি। সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন অভিষেকের দাবি, ‘‘আমার বিরুদ্ধে এতটুকু যদি প্রমাণ থাকে ইডি, সিবিআইয়ের কাছে, আমি বলছি একটা ফাঁসির মঞ্চ করো।’’ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অভিষেকের বক্তব্য, ‘‘আমি যেদিন এসেছি তার পরের দিন ইডিকে রেইড করতে পাঠিয়েছে। আমার অফিসের কম্পিউটার থেকে ১৬টা ফাইল ডাউনলোড করে এসেছে। আবার পরের দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যদি রেইড করত তাহলে আপনারাই বলতেন কলেজের লিস্ট পাওয়া যেত। এই গুলো র‍্যাগিং নয়?’’ কয়েকদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিষেকের বক্তব্যে এদিন সেই ঘটনার ইঙ্গিতও মিলেছে। তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের কাছে তাঁর দাবি, ‘‘র‍্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাস আমাদের অঙ্গীকার। কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। কথায় কথায় সিসিটিভি লাগাতে হবে বলে হাইকোর্টে। এদের ছেলেরা হচ্ছে সিসিটিভির বিরুদ্ধে। আমরা সিসিটিভি লাগাবই।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘গত বছর যে সমাবেশ মেয়ো রোডে করেছিলাম, সেটা আমরা ২৯ আগস্ট করেছিলাম। আগেরবার ২৮ আগস্ট রবিবার ছিল। একটা সমাবেশের সাফল্য নির্ভর করে তার জমায়েত এর উপর। এই সমাবেশের জমায়েতের রেকর্ড, সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে ২ মাস বাইরে ছিলাম। ১৯৭৮ এর পর থেকে বাংলায় দেখাতে পারবে না বিরোধীরা শাসক দলের থেকে দ্বিগুণ জমা দিয়েছে। দেড় লাখেরও বেশি মনোনয়ন জমা দিয়েছে যৌথ ভাবে সিপিআইএম, বিজেপি, কংগ্রেস। আগামী দিনে আরও জোরদার লড়াই করতে হবে।’’

দলের অনুষ্ঠানেই কৌস্তভকে ‘ঘাড় ধাক্কা’, তুমুল হট্টগোল মহাজাতি সদনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান চলছিল মহাজাতি সদনে। কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী ঢুকতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি শুরু হয় সেখানে। রীতিমতো হাতাহাতি কৌস্তভের অনুগামীদের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর। সূত্রের খবর, সোমবার ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি কৌস্তভকে। কিন্তু কৌস্তভও নাছোড় ছিলেন, সেখানে যাবেন। সেইমতো পৌঁছন মহাজাতি সদনে। অভিযোগ, গেটেই তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। এরপরই গেটের সামনে চিৎকার শুরু করেন কৌস্তভ। তারস্বরে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘‘আমি কি দলের বাইরে? আমি কি কংগ্রেসের বাইরে? আমি কংগ্রেসের স্বার্থে লড়ছি, আমি কি দলের বাইরে?’’ কৌস্তভকে বলতে শোনা যায়, দিনের পর দিন এই অপমান চলছে। কৌস্তভ সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘এখানে আমাদের ছেলেদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে। দিনের পর দিন এই অপমান চলতে পারে না। আমি দলের বাইরে নই। দল থেকে আমাকে তাড়ানোর জন্য, আমি এখানে থেকে তৃণমূল বিরোধী আওয়াজ তুলি বলে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।’’ কৌস্তভের দাবি, দলের মধ্যে তৃণমূলের কিছু ‘দালাল’ রয়েছে। দলে থেকে দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেন কৌস্তভ।

সূর্যের পথে ভারত! কবে ও কখন আদিত্য এল১ উৎক্ষেপণ হবে? চূড়ান্ত সূচি জানাল ইসরো

বেঙ্গালুরু, ২৮ আগস্টঃ আগামী মাসের শুরুতেই সৌর অভিযানে যাচ্ছে ভারত। সোমবার ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, আগামী শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টা ৫০ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পিএসএলভি-৫৭ রকেটে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেবে আদিত্য-এল১। যে ঐতিহাসিক দৃশ্য ইসরোর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজে (ইউটিউব ও ফেসবুক) দেখা যাবে। সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইসরোর তাতে পৌঁছাবে মহাকাশযান। যেখান থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫ লাখ কিলোমিটার। সেখান থেকে কোনও গ্রহণ বা কোনওরকম বাধা ছাড়াই সর্বক্ষণ সূর্যের উপর ‘নজর’ রাখবে ইসরো। তার ফলে সূর্যে কী কী হচ্ছে এবং মহাকাশের আবহাওয়ার উপর সেইসব বিষয়ের কী প্রভাব পড়ছে, তা সঙ্গে-সঙ্গে বোঝা যাবে। সেই কাজগুলির জন্য আদিত্য-এল১ মিশনে মোট সাতটি পে-লোড থাকছে। চারটি পে-লোড সরাসরি সূর্যের উপর ‘নজর’ রাখবে। বাকি তিনটি পে-

তরফে বলা হয়েছে, ‘‘আগামী ২ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে আদিত্য-এল১ উৎক্ষেপণ করা হবে। সূর্যকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে যা মহাকাশে পাঠানো ভারতের প্রথম পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হতে চলেছে।’’ সেইসঙ্গে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের গ্যালারি থেকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারবেন আমজনতাও। সেজন্য তাঁদের আগেভাগে নাম নথিভুক্ত করতে হবে (এই লিঙ্কে ক্লিক করুন)। তবে কবে থেকে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। পরবর্তীতে ওই লিঙ্কেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

আদিত্য-এল১ মিশনের ইতিবৃত্ত

ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, সৌরজগতের লুগ্রেঞ্জ পয়েন্ট ১-র চারপাশে যে কক্ষপথ আছে, লোড লুগ্রেঞ্জ পয়েন্ট ১-এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। যে সাতটি পে-লোডের মাধ্যমে সূর্য এবং মহাবিশ্বের প্রচুর অজানা তথ্য জানা যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা।

আদিত্য-এল১ মিশনের লক্ষ্য কী?

১) সূর্যের উচ্চ বায়ুমণ্ডলীয় (ক্রোমোস্ফিয়ার এবং করোনা) গতিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা। ২) ক্রোমোস্ফিয়ার এবং করোনা কীভাবে উত্তপ্ত হয়, তা নিয়ে গবেষণা করা হবে। সেইসঙ্গে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, আংশিকভাবে আয়োনাইজড প্লাজমার পিছনে কী বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, তা নিয়েও গবেষণা চালানো হবে আদিত্য-এল১ মিশনে। ৩) বিভিন্ন যে সৌর বিস্ফোরণ ঘটে থাকে, তা কীভাবে পর্যায়ক্রমে হয়, সেটা চিহ্নিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ইসরো। অর্থাৎ ওই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস কবে? ঠিক করতে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলে যাচ্ছে না বিরোধী দলগুলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবস কবে পালন করা হবে তা ঠিক করতে মঙ্গলবার একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে যাচ্ছে না কোনও বিরোধী দলই। আমন্ত্রণ পাওয়ার পর এ নিয়ে একটি বৈঠকে বসেছিল ফ্রন্ট। তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোনও শরিকই এই বৈঠকে থাকবে না বলে ঠিক হয়েছে বৈঠকে। এই সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, ‘‘দেশ ভাগে যন্ত্রণা এখনও বহু মানুষের মনে জেগে রয়েছে। তাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে আমরা বিশ্বাসী নই।’’ একই সঙ্গে রাজ্যপালের নেওয়া পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের কর্মসূচির বিরোধিতা করা হয় বামফ্রন্টের বৈঠকে। তাঁদের বক্তব্য, বেকারত্ব, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, জাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্য যে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু তা বাদ দিয়ে অন্য সব বিষয় নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। এই বৈঠকে থাকবে না বিজেপিও। এ নিয়ে দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘একটি অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সামনে এনে ইতিহাস বিকৃত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিজেপি তার শরিক হবে না।’’ কংগ্রেসও এই বৈঠকে থাকবে না। প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী নির্দেশ দিয়েছেন কোনও প্রতিনিধি ওই বৈঠকে হাজির থাকবে না। পরে অধীর বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের নাম নিয়ে বিজেপি-তৃণমলের মধ্যে টানাটানি চলছে। তাই কংগ্রেসের বৈঠক নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। যদি সর্বদল বৈঠত করতেই হয় তবে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠক করুক রাজ্য সরকার।’’ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিক, জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ তারা পাননি। তারা যাচ্ছেন না বলেই জানিয়েছেন নওশাদ।

বারাসত বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহৃত হয়েছে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ দত্তপুকুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডের আঁচ গিয়ে পড়ল বিধান সভায়। কক্ষে দত্তপুকুর, এগরা ও বজবজ সহ তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, অবৈধ বাজি বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বাজি কারখানা বন্ধ নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এরপর কক্ষে কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ওয়াক আউট করে বিজেপি। বাইরে বেরিয়ে এসে চলে সরকার বিরোধী স্লোগান-বিক্ষোভ। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গুরুতর অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই ঘটনায় আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়েছে।’’ বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। এমনকী কংক্রিটের ছাদ উড়ে গিয়েছে। বিজেপি-র পক্ষ থেকে আমরা বেশ কয়েকজন বিধায়ক এখানে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছিলাম। আশা করেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী টিএমসিপি-র ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখার আগে এই ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা তিনি জানাবেন। কিন্তু দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতির বাইরে বের হতে পারেননি।’’ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই রাজ্যে পরপর মানুষ মারা যাচ্ছে। গত ছমাসে এগরা, বজবজ, মালদা সর্বপরি গতকালের ঘটনায় প্রান্তিক মানুষ মারা গিয়েছেন। এই সরকার উত্তর দিতে রাজি নয়। তাঁরা কক্ষের ভিতরে ১০ মিনিট ধরে স্লোগান দিয়েছেন। কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে জানতে

চেয়েছেন। কিন্তু কোনও উত্তর পাননি। বিরোধী দলনেতা এগরার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, ‘‘খাদিকুলের বিস্ফোরণের পর রাজ্যের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন বাজির এত কারখানা আছে জানতাম না। উচ্চ পর্যায়ের কমিটি হয়েছে। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই ঘটনা আর হবে না।’’ শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘‘এরপরেও একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে। কালকে বিস্ফোরণের মাত্রা লাগামহীন। এতে আরডিএক্স ব্যবহার হয়েছে। বাজি কারখানার মালিক ও তাঁর ছেলে তৃণমূল করে। ওরা জানত ঘটনাস্থলে বিজেপি বিধায়করা যাবেন। সেই কারণেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দত্তপুকুর বিস্ফোরণে ক্রমাগত বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কোথায় গিয়ে থামবে সেটি?

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর, ২৮ আগস্টঃ দত্তপুকুর বিস্ফোরণে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। মাঝরাতে হাসপাতালে মৃত্যু হল ঘটনার অভিযুক্ত সামসুর আলির। আবার সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে উদ্ধার হল একটি কাটা মুণ্ড ও কাটা হাত। পুকুরেও মিলেছে মুণ্ডহীণ দেহ। ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। তবে এখনও সবাইকে শনাক্ত করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তদন্তকারীরা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের অভিঘাতেই আজ উদ্ধার হওয়া দেহটি থেকে মাথা ছিটকে গিয়ে পড়েছে। এদিকে রবিবার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বারাসত লাগোয়া দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জ ফাঁড়ির নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোচপোল পশ্চিমপাড়া অঞ্চল। ধূলোয় মিশে যায় একটি দোতলা বাড়ি। এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় ১০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেরামত এবং সামসুল দু’জনে মিলে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করত। বিস্ফোরণে কেরামত, সামসুল দুজনেই মারা গিয়েছে। কেরামতের ছেলের মৃত্যুর খবরও মিলেছে। রাতে মৃত্যু হল সামসুলের। এই ঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছে। যার নাম শফিক আলি। সোমবার মোচপোল গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, হলুদ ফিতে দিয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও আতঙ্ক কাটছে না স্থানীয় বাসিন্দাদের।

অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকায় ওই বেআইনি বাজি কারখানাটি অনেকদিন ধরেই চলছিল। এইদুর্ঘটনার সময় কারখানাতে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। কারখানার ভিতরে ছিল শিশু ও মহিলারা। এখনও অনেকের দেহ ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে আছে। বোমা তৈরির রাজও হত কারখানায়। শুধু বাজি মজুত ছিল না কারখানায়। ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে বেশ কিছু নমুনা পেয়েছেন তদন্তকারীরা। অ্যালুমিনিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় কিছু বাজি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো। নমুনা সব ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রবিবার রাতেই রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই একজন গ্রেফতার হয়েছে। আসেন তিনি এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আর পুলিশ সূত্রে খবর, কেরামত আলির ‘বাজির’ ব্যবসায় ‘অংশিদারিত্ব’ ছিল শফিকের। বাজি কারখানার বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন কেরামতও। বেআইনি বাজিই তৈরি হতো এই কারখানায়। শ্রমিকদের কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না বলেই রাসায়নিক কাঁচামাল থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। অবৈধ ‘বাজি’ কারখানায় বিস্ফোরণ হতেই লাশের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় সামসুল হকের জমি ভাড়া নিয়েই এই বাজির ব্যবসা ফেঁদেছিলেন কেরামত আলি। সামসুলের বাড়ি লাগোয়া জমিতে দিনের বেলায় চলত বাজি তৈরি। আর দু’টি ঘরে চলত প্যাকেজিংয়ের কাজ। এই ঘটনার জেরে দত্তপুকুরের বিস্ফোরণকাণ্ডে নীলগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি হিমাদ্রি ডোগরাকে সাসপেন্ড করা হল। নীলগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির নতুন ওসি হলেন সঞ্জয় বিশ্বাস। বাজি বিপর্যয়ের ঘটনাস্থলে সোমবারই ফরেন্সিক টিম পৌঁছয়, যান এডিজি সাউথ। যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএর সদস্যদের একটি দলও। গ্রামেরই বাসিন্দা কেরামত শেখের বাড়িতে রবিবার বিস্ফোরণ হয়। অভিযোগ উঠছে, বিস্ফোরণের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার কেরামতের কারখানায় বিপুল বাজির মশলা পৌঁছয়। জঙ্গলের আড়ালে এই কারখানা। অভিযোগ, বাড়ির ভিতর বাজি তৈরির মশলা রাখা থাকত।

নীরজ চোপড়াকে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করছেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। নীরজের এই সাফল্যের পর গোটা দেশজুড়ে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে শুরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যাপাধ্যায়ও টুইট করে নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।তিনি লিখেছেন, 'প্রথমেই নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানাই। গোটা দেশ আজ তোমার জন্য গর্বিত। দেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আজ বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তুমি সোনার পদক জিততে পেরেছ। তোমার ভবিষ্যতের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।'

চিন সফরে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো

বেজিং, ২৮ আগস্ট ঃ চারদিনের চিন সফরে গেছেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো। রবিবার রাতে তিনি বেজিং পৌঁছেছেন। তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি চিন সফরকারী চতুর্থ মার্কিন কর্মকর্তা। আমেরিকা ও চীনের সংবাদমাধ্যমে জিনার এই সফর নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে।প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, চিনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমেরিকান ও ওশেনিয়া বিষয়ক বিভাগের পরিচালক লিন ফেং বেজিং বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান। জিনার এই সফর বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে বলে ব্যাপকভাবে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এই সফর এমন সময়ে হচ্ছে যখন চিনের অর্থনীতি মন্থর গতিতে চলছে। দেশে আর্থিক সংকট রয়েছে।মার্কিন ও চিনা আধিকারিকদের ইঙ্গিত উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও রাইমন্ডো এবং তার প্রতিপক্ষের মধ্যে বৈঠকে বেশ কয়েকটি বড় সমস্যা সমাধান করা যায়নি, তবে আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম রফতানি বাজারের সাথে চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

মহাসমারোহে পালিত হলো ইস্কন মায়াপুরের ঝুলন উৎসব

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়াঃ চিরাচরিত প্রথা ও নিয়ম মেনে রবিবার বিকেলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হলো ইস্কনের প্রধান কার্যালয় শ্রীধাম মায়াপুরে ঝুলন উৎসব ২০২৩।ইস্কন মায়াপুরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান ইস্কন মায়াপুরের ঝুলন উৎসব এবছর উনচল্লিশ(৩৯) তম বর্ষে পদার্পন করলো, যা চলবে আগামী ৩১ শে আগষ্ট, পূর্ণীমা তিথি পর্যন্ত, আর এ কদিন প্রতিদিনি চলবে বিভিন্ন ধর্মিয় আচার অনুষ্ঠান, পাশাপাশি তিনি আরও জানান পূর্ণীমার দিন, রাখি পূর্ণীমার পাশাপাশি ঐ দিনটির আলাদা আরও একটি গুরুত্ব রয়েছে, সেটা প্রভু বলরাম জয়ন্তী দিন হিসেবেও পালিত হয়।প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি সারে আটটা পর্যন্ত ইস্কন মায়াপুরের গো শালার পাসে আয়োজন করা হয়েছে এই ঝুলন উৎসবের, বিকেল পাঁচ টায় চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে নাম সংকির্তন সহযোগে রাধা,কৃষ্ণের মূর্তীকে নিয়ে জাওয়া হয় ঝুলন উৎসবের স্থানে।তারপর সেখানেই চলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। প্রথম দিনেই দেখা গেল এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ভক্তঃদের ঢল।ইস্কননের তরফে আরও জানানো হয় ইস্কনের প্রতি উৎসব অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম ঘটে, আমরা আশাবাদী এই অনুষ্ঠানেও দেশ বিদেশের ভক্ত সমাগম হবে।

দক্ষ ও বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

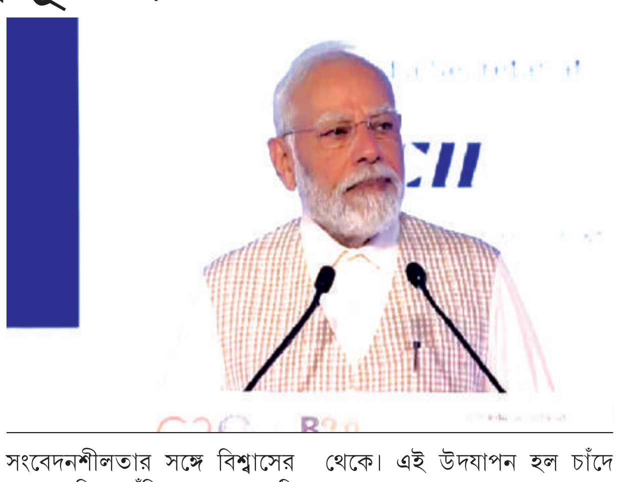

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ দক্ষ ও বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। গত রবিবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বি-২০ বিজনেস সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, কোভিড মহামারীর সময় বিশ্বের যখন ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন ভারত 'বিশ্বের ফার্মেসি' হিসাবে ১৫০টিরও বেশি দেশে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, এই মহামারী চলাকালীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলার দিকে আমাদের মূলত মনোযোগ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অবিশ্বাসের পরিবেশে যে দেশ বিশ্ববাসীর সামনে পূর্ণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিশ্বাসের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি হচ্ছে ভারত।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, এ বার ভারতে উৎসবের মরসুম শুরু হয়েছে ২৩ আগস্ট থেকে। এই উদযাপন হল চাঁদে চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণ। ভারতের চন্দ্র অভিযানের সাফল্যে ইসরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর সঙ্গে ভারতের শিল্পগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতেই এই উদযাপন। এই উদযাপন উদ্ভাবন সম্পর্কে, এই উদযাপন মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে স্থায়িত্ব ও সমতা আনার বিষয়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতে সবচেয়ে বেশি যুব প্রতিভা রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর সময়ে ভারত ডিজিটাল বিপ্লবের মুখ হয়ে উঠেছে...ব্যবসা সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধিতে, বাধাকে সুযোগে এবং আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে পারে ভারত। ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, বৈশ্বিক বা স্থানীয় ব্যবসা সবার জন্য অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে জি-২০ সভাপতিত্বের জন্য ব্রাজিলের হাতে এদিন বি-২০ প্রেসিডেন্সি তুলে দিয়েছে ভারত।

বিজেপি কার্যকর্ত্রী ইন্দ্রাণীর মৃত্যুতে প্রমাণিত, অসমে যোগ্যতা-ভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছেঃমুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপি কার্যকর্ত্রী ইন্দ্রাণী তহবিলদারের মৃত্যুতে প্রমাণ হয়েছে, অসমে স্বচ্ছতার মাধ্যমে যোগ্যতা-ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন দফতরে নিয়োগে হচ্ছে। দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ এখানে বিজেপি কার্যকর্ত্রী হন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যা এবং এক এক করে অসম বিজেপির কয়েকজন নেতা-কার্যকর্তাকে গ্রেফতার সংক্রান্ত সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ অবস্থানের ফলস্বরূপ অসমে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এ ধরনের আবর্জনার আবিষ্কার হচ্ছে।ড. শর্মা বলেন, রাজ্যে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করা এবং পরে টাকা ফেরত দিতে না পারায় এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু এই সরকারের আমলে এক পয়সা দিয়েও কেউ চাকরি পাওয়ার প্রমাণ দিতে পারবে না। এক পয়সা না দিয়ে দরিদ্র যুবক-যুবতীদের চাকরি দেওয়ার প্রতশ্রঃতি ইন্দ্রাণী তহবিলদারের মৃত্যুর ঘটনায়একটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে যে এখন আর অন্যায়ভাবে কেউ চাকরি পেতে পারবে না।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জোর দিয়ে বলেন, অসম বিজেপিতে অর্থ নিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দিতে অক্ষম হয়েছে এবং হবেও। বেকার যুবক-যুবতীদের যে সব চাকরি দেওয়া হয়েছে বা হবে তা একেবারে স্বচ্ছ এবং মেধার ভিত্তিতে। এই তো, আগামী সেপ্টেম্বরে আরও ২২ হাজার নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে, যোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সুবেদার' নীরজ চোপড়াকে সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ভারতীয় সেনাবাহিনীর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করছেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও 'সুবেদার' নীরজ চোপড়াকে এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে।২০২৩ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে নীরজ ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক নিজের ঝুলিতে পুরে নেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয়

দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে । বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৫২৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৯।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,৫৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১১,৮৬৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৭,০৭০-তে পৌঁছেছে।

প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মতিউর রহমান

ঢাকা, ২৮ আগস্ট ঃ প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রধান স্তম্ভ মতিউর রহমান। গত রবিবার রাত ১১টার দিকে নেক্সাস হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শোক জ্ঞাপন করেছেন।স্থানীয. গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মতিউর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার বড় ভাই জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জম হোসেন বাবুল। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি নেক্সাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে এক শোকবার্তায় প্রাক্তন মন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, মুক্তিঃযুদ্ধ ও শিক্ষায় মতিউর রহমানের অবদান বাংলাদেশ চিরকাল মনে রাখবে। একুশী পদকপ্রাপ্তের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মতিউর রহমান আওয়ামী লীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন প্রশিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সফল সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঝালুয়াবেড়ে রাস্তায় যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য

ডোমজুড়, ২৮ আগস্ট ঃ হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের ঝালুয়াবেড় এলাকায় রাস্তায় যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন এক যুবতীর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে রুমাল বাঁধা। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডোমজুড় থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝালুয়ারবেড় স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে একসরা রোডের উপর ওই যুবতীর দেহ পড়েছিল। সেই রাস্তায় আলোও বেশ কম। তবে বাইরে থেকে অনেক যুবক-যুবতী বাইকে করে সেখানে ঘুরতে আসে। এই যুবতীর পরিচয় এখনও জানা না গেলেও তিনি ওই এলাকার নন বলেই জানা গিয়েছে। তাঁর আনুমানিক বয়স ২২ বছর। মাথায় ভারী আঘাতের ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ভারী কোনও কিছু দিয়ে যুবতীর মাথায় আঘাত করা হয়েছে। ধারালো কিছু দিয়েও মারা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশের। যুবতীর পরিচয় জানতে চাইছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার জেরে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকাবাসীর দাবি, ওই রাস্তায় আলোর পাশাপাশি সিসিটিভি বসানো হোক।

হরিয়ানার নুহ জেলায় জলাভিষেক যাত্রা উপলক্ষে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে

নুহ, ২৮ আগস্ট ঃ হরিয়ানার নুহ জেলায় সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের ডাকা জলাভিষেক যাত্রাকে কেঃদ্র করে তপর রয়েছে প্রশাসন।গতবারের মতো সমস্যা এড়িয়ে, জলাভিষেক যাত্রা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার জন্য জেলার সব সীমান্ত সিল করে দিয়েছে হরিয়ানা প্রশাসন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুল তথ্য ও গুজব ছড়ানো রুখতেই ইন্টারনেট পরিষেবা শনিবার বিকেল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। নলহার মন্দিরে নিরাপত্তা বলয় জোরদার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ধীরেন্দ্র খড়গাতা জানান, ২৮ আগস্ট জলাভিষেক যাত্রাকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রায় জড়িতদের সীমান্তেই থামানো হবে। রবিবার সন্ধ্যা থেকে জেলার সব সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়.৫৭ জন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে।সোমবার সকাল ১১টায় আধিকারিকদের বৈঠক হবে। ফরিদাবাদের বিভাগীয় কমিশনার বিকাশ যাদব ছাড়াও, এডিজিপি মমতা সিং, নোডাল অফিসার অজিত বালাজি যোশী এবং পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজারানিয়া সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক সোমবার এই বৈঠকে যোগ দেবেন। পুলিশ ছাড়াও, আরএএফ, আইটিবিপি এবং অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের জেলার সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। ২৮ আগস্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোও বন্ধ থাকবে।

ত্রিপুরাঃককবরক ভাষার রোমান হরফের দাবিতে টিএসএফ আহূত বনধে আগরতলা সহ নানা জায়গায় গ্রেফতার বহু পিকেটার

আগরতলা, ২৮ আগস্ট ঃ ককবরক ভাষার রোমান হরফের দাবিতে আজ সোমবার জনজাতি ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন টিএসএফ আহূত বনধ চলছে ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি এলাকায়। যে সব এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার বনধ আহ্বান করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে বড়মুড়া তথা হতাইকাতর, চম্পকনগর, হেজামারা, বিশ্রামগঞ্জ ও মনুঘাট। আজ সকালে বনধ আহ্বানকারী সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা পিকেটিং করছেন। পুলিশ পিকেটারদের আটক করেছে। আগরতলায় সার্কিট হাউস এলাকায় বহু পিকেটারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লেখার সুযোগ চেয়ে.গত ৫০ বছর ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দুমাস আগে একটি দাবি সনদ পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২৮ আগস্ট হতাইকাতর, চম্পকনগর, হেজামারা, বিশ্রামগঞ্জ এবং মনুঘাটে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করা হবে।শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বনধের ঘোষণা করেছিলেন টিএসএফ-এর সাধারণ সম্পাদক হাউমনু জমাতিয়া। তবে সোমবাট এ বনধের আওতার বাইরে রয়েছে জরুরি পরিষেবার যানবাহন এবং দোকানপাট।প্রসঙ্গত, ককবরক হচ্ছে ত্রিপুরার জনজাতিভুক্ত মানুষের একটি ভাষা। এই ভাষার রোমান হরফের দাবি উঠেছে কয়েক দশক আগে। বাম জমানায়ও এই ভাষার রোমান হরফ চালু করা হয়নি। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, তার পরও রোমান হরফ চালু করা হয়নি। টিএসএফ-র এই বনধকে সমর্থন করেছে এনএসইউআই সহ আরও কয়েকটি ছাত্র যুব সংগঠন।

নীরজ চোপড়াকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করলেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। নীরজের এই সাফল্যে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ।প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, 'প্রতিভাশালী নীরজ চোপড়া উকৃষ্টতারই চূড়ান্ত উদাহরণ। খেলার প্রতি তাঁর যে আত্মনিবেদন, নিখুঁত প্রচেষ্টা এবং অদম্য জেদ রয়েছে, সেটা তাঁকে শুধুমাত্র অ্যাথলেটিক্সেই চ্যাম্পিয়ন করেনি, বরং গোটা খেলার জগতে উৎকর্ষতার অদ্বিতীয় নজির গড়ে তুলেছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

চকিয়ায় ঠিকাদার রাজীব রঞ্জন হত্যা মামলার গ্রেফতার দুষ্কৃতী

পূর্ব চম্পারন, ২৮ আগস্ট ঃ বিহারের চকিয়া থানা এলাকার পাওয়ার হাউস চকে ২০আগস্ট ঠিকাদার রাজীব রঞ্জন হত্যার ঘটনায় পুলিশ একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত কল্যাণপুর থানার দিলাওয়ারপুরের বিবেক কুমার বলে জানা গেছে।খুন করার জন্য তাকে ১৫ লাখ দেওয়ার কথা ছিল, সেই অর্থ নিতে বিবেক কুমার ফরিদাবাদ থেকে পিপরা পৌঁছেছিলেন সেখানেই পুলিশ টেকনিক্যাল সেলের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করে। এসপি কান্তেশ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, বিবেকের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং একটি তাজা কার্তুজ এবং তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেসারিয়া, কল্যাণপুর ও পিপরা থানা এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে।জানা গেছে, ঘটনার পর সে ফরিদাবাদে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফেরার সময় পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। এই ঘটনায় বিবেকের গ্রেফতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক সত্য উদঘাটন হতে পারে।এর আগে লাইনার কেশরিয়া সাগর চুড়ামনের রূপেশ কুমার সিংকে ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মহাকাল দর্শনে ভিড় উপচে পড়ছে

উজ্জয়িনী, ২৮ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল দর্শনে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। সোমবার সকাল থেকেই ভক্তরা উজ্জয়িনীর বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান মহাকাল মন্দিরে ভিড় জমিয়েছে।রবিবার মধ্যরাত থেকেই ভক্তরা আসতে শুরু করেছে। সোমবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা মহাকালের জয়ধ্বনি দেবে। ভস্ম আরতিতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর শুরু হয় দর্শন প্রক্রিয়া। মানুষ সারিবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে মহাকাল মন্দিরে প্রবেশ করে।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও আজ মহাকাল মন্দির দর্শনে আসবেন। এই মন্দিরে ভস্ম আরতি দেখার জন্য ভক্তরা রাত ১২টা থেকে লাইন দিতে শুরু করে। ভোরের ঠিক আগে ভগবান মহাকালকে প্রথম ভস্ম আরতিতে পুজো করা হয়। গর্ভগৃহে স্থাপিত ভগবানের সমস্ত মূর্তিকে অভিষেক করে দুধ, দই, ঘি, চিনি, মধু দিয়ে তৈরি পঞ্চামৃত দিয়ে পুজো করা হয়। হরিওম জল ও কর্পূর আরতি দেওয়ার পর শণ, চন্দন, আবির সহ মহাকালের মাথায় চাঁদ ও অলংকার দিয়ে রাজার রূপে সাজানো হয়। তারপরে,

লটারির নেশায় সর্বস্বান্ত হচ্ছে গ্রাম-বাংলার মানুষ

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুরঃভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। জেলার সদর শহর বালুরঘাট, ব্লক ও পৌর এলাকার হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন কুশমন্ডি, হরিরামপুর, বুনিয়াদপুর থেকে শুরু করে বহু গ্রামের মানুষ শহর জুড়ে থাকা রাস্তার ধারের অবস্থিত টেবিল নিয়ে বসে থাকা অথবা বিভিন্ন লটারির দোকানে দিন-রাত ভিড় জমান। এই দিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে খেলার টিকিটের নম্বর মিলাচ্ছিল গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের এক যুবক সমীর দত্ত। এইভাবে শহর অথবা গ্রামের ছোট থেকে বড় সকলে এমনকি মহিলারাও টিকিট কাটছে প্রতিনিয়ত। তারা সকলেই ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা ও ৫০০ টাকা এমনকি ১২০০ টাকার টিকিট কাটছে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে.যাওয়ার জন্য। আর এই লটারি কেনার নেশায় তারা বিভিন্ন চায়ের দোকানে জমিয়ে.আড্ডা দিচ্ছে দিনে তিনবার করে। প্রসঙ্গত, বাড়িতে সংসার চালানোর জন্য প্রতিনিয়ত স্ত্রীর সাথে অশান্তি,গন্ডগোল হচ্ছে তারপরেও লটারির টিকিট কাটা নেশায.ডুবে রয়েছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৮ টি থানার বিভিন্ন জায়গায়, হাসপাতাল থেকে শুরু করে বাজার চায়ের দোকানে লটারির টেবিল নিয়ে বসছে লটারি বাবাসায়ীরা। আর এই লটারি কাটার নেশায় কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে সর্বস্বান্ত হচ্ছে জেলার গ্রাম ও শহরের মানুষ। এই বিষয়ে গঙ্গারামপুরের স্থানীয় এক ভ্যান চালক মিলন মন্ডল জানান, দিন-রাত খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে টাকা পরিশ্রম করি তবুও টিকিটের নেশাই সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। দিনে তিনবার খেলা হয় আর এই তিনবার টিকিট কাটতে গেলে অন্তত তিন থেকে ৪০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত জোগাড় করতে হচ্ছে, যা নিয়ে বাড়িতে চলছে অশান্তি তবুও কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তাই সেই নেশা ছা।তে পারছি না। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের মঙ্গলপুরের এক বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক নিরঞ্জন দাস বলেন, টিকিট কাটছি রোজ নিয়ম করে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার। এই নেশার জালে পরে লটারির পিছনে প্রচুর টাকা ব্যয.করেছি, কিন্তু বড় ধরনের কোনও পুরস্কার আজও আমার কপালে জোটেনি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থেকে কোটি টাকার ওপরে টিকিট বিক্রয় হয় কখনও কখনও মোটা পুরস্কারও জেলাতে পেয়েছে অনেকেই। জেলার এক লটারির টিকিট বিক্রেতা জানান, আমি দৈনন্দিন প্রায়ই ৩০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করি, আগে একটি চায়ের দোকান ছিল এখন

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯আগষ্টঃমঙ্গলবার, ১১ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১১ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১১ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সংসারে শান্তি হবে

বৃষভ রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভদিন

মিথুন রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। শুভদিন

কর্কট রাশিঃ সৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ আপনি ধর্মীয.কর্মে আপনার অর্থ বিনিযোগে করতে পারেন।শুভ

সিংহ রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। সংসারে শান্তি হবে আজ

কন্যা রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। সংসারে শান্তি হবে আজ থেকে।

তুলা রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি

বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। শুভদিন

ধনু রাশিঃঅলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত পরিবারের প্রত্যাশামাফিক চলার জন্য কিছু

মকর রাশিঃআপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে-

কুম্ভ রাশিঃ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ কোনও নিকট আত্মীযের সহাযতায. আপনি আপনার ব্যবসায. ভাল করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে।

মীন রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগে প্রায়শই আপনার

উত্তরপাড়ায় মাখলা সাইন্স ক্লাবের উদ্যোগে বিনা ব্যয় ব্রেস্ট ইউটেরাস ক্যান্সার নির্ণয় ও অ্যানিমিয়া ব্লাড সুগার পরীক্ষা শিবির

বনস্পতি দে, উত্তরপা।া হুগলি, ২৮ আগস্ট ঃ সারভাইক্যাল ক্যান্সার জরায়ু. ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষা শিবির রোটারি ক্লাব অফ শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া দু'নম্বর মাখলা সাইন্স ক্লাবের পরিচালনায. সহযোগিতায. চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও আরসিসি রিষড়া প্রহেলিকা শনিবার রবিবার দুদিনব্যাপী দু'নম্বর সাইন্স ক্লাবের প্রাঙ্গনে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির । রবিবার ২৭শে আগস্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে করা হয় অ্যানিমিয়া. ব্লাড সুগার টেস্ট সহ অন্যান্য পরীক্ষা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তারা চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা সহ উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব ভাইস চেযা়রম্যান খোকন মন্ডল

বিনা ব্যয. স্বাস্থ্য শিবিরে বিনা ব্যয়ে. স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর কানাইপুর প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান বিশিষ্ট সমাজসেবী আচ্ছালাল যাদব বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা উত্তরপাড়া পুরসভার কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা মহামাযা. স্বাস্থ্য কেংদ্রের দাযি়ত্বপ্রাপ্ত তথা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত মুখার্জি, সি আই সি ইংদ্রজি ঘোষ সি আই সি উপলাদিত্য ব্যানার্জি, প্রাক্তন সিআইসি তথা কাউন্সিলর তাপস মুখার্জী কাউন্সিলর মানসী সিংহ বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন হাতি সহ বিশিষ্ট অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। রবিবার সারাদিনব্যাপী উত্তরপাড়া দু'নম্বর মাখলা সাইন্স ক্লাবে বিনা পযস়ায. মহিলাদের জন্য অ্যানিমিযা. পরীক্ষা ব্লাড সুগার টেস্ট সহ নানাবিধ পরীক্ষা করা হয। কয়েকশো মহিলা এই সুবিধা গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর কানাইপুর প্রাক্তন পঞ্চাযেত় প্রধান ও তৃণমূল জেলা সম্পাদক আচ্ছা লাল যাদব উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা মহামাযা. মাতৃ সদনের দাযি়ত্বপ্রাপ্ত শ্রী সুব্রত মুখার্জি এই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব সহ বিশিষ্টজনেরা । উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব

বলেন এটা খুব ভালো উদ্যোগ। বিশেষ করে মহিলাদের ইউটেরাস ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হযে়ছে বিনা পযস়ায. চিকিসার সুযোগ আছে ও এইসঙ্গে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বিনা পযস়ায. অ্যানিমিযা. পরীক্ষা ব্লাড সুগার পরীক্ষা সহ নানাবিধ পরীক্ষা করা হচ্ছে এই উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই উপলক্ষে বই প্রকাশ করা হয় । উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেযা়রম্যান তথা সাইন্স ক্লাবের সম্পাদক খোকন মন্ডল জানালেন এই প্রথম আমাদের এখানে এই পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হলো মহিলাদের জন্য যে সমস্ত বিষযে়. মহিলারা খুব একটা ভেবে দেখেন না বিনা পযস়ায. ইউটেরাস ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষা করা হচ্ছে এখানে বিনা পযস়ায. চিকিসা করা যাবে এই সুযোগ মহিলারা তাদের বাড়ির কাছেই পাচ্ছেন। এইসঙ্গে অ্যানিমিযা. ব্লাড সুগার টেস্ট সহ বেশ কিছু পরীক্ষা করা হচ্ছে। আগামীদিনে আমরা এটা চালিযে. যাব সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উত্তরপাড়া পুরসভা সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইংদ্রজি ঘোষ জানালেন এটা খুব ভালো উদ্যোগ। যেটা মহিলাদের জন্য করা হযে়ছে, এইসঙ্গে এখানে অ্যানিমিযা. ব্লাড সুগার পরীক্ষা মহিলাদের জন্য করা হচ্ছে যেটা, তার জন্য সাইন্স ক্লাব কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবকে রিষ।ার প্রহেলিকাকে এগিযে. আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মহিলাদের সচেতন হতেও বলছি।

হাওড়ার ডোমজুড়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার স্বামী। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা চলাকালীন এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় হাওড়ার ডোমজুড়ে চাঞ্চল্য। রবিবার রাতে হাওড়ার ডোমজুড়ের মাকড়দহে খুন হন ওই তরুণী। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ডোমজু। থানার পুলিশ। বন্ধুর বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে খুন হন ওই তরুণী। রবিবার ঘটনাটি ঘটে মাকড়দহের ঝালোয়ার বেড় এলাকায়। নির্জন এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহটি পড়েছিল। চোখ বাঁধা ছিল। মাথার একপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। পাশেই পড়েছিল ভ্যানিটি ব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকেই মৃতার আধার কার্ড পায় পুলিশ। পরিচয় জানা যায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত অনুশ্রী হাজরার (২৪) বাড়ি মাকড়দহের সলপ ডাঁসী এলাকায়। জানা গেছে, বছর দেড়েক আগে ডোমজুড়ের শলপ হাজরাপাড়ার বাসিন্দা অনুশ্রী হাজরার সঙ্গে পাশের পাড়ার চন্দন মাঝির বিয়ে হয়। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও দুই পরিবারের সম্মতিতেই এই বিয়ে হয়েছিল। অনুশ্রী নাচতে ভালবাসতেন। তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও তা জানতেন। অনুশ্রীর পরিবারের লোকের অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই তাকে অনুষ্ঠানে নাচতে বাধা দিত। এমনকি তাকে বেধড়ক মারধর করা হত। শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাস ছয় আগে অনুশ্রী বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেখান থেকে সে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করতেন। এছাড়াও বাচ্চাদের নাচ শেখাতেন। শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের কারণেই অনুশ্রী চলতি বছরের গত এপ্রিল মাসে পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতে চলে আসেন। এরপর থেকেই কোর্টে ডিভোর্স মামলা চলছিল। সেই বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা চলাকালীন এবার খুন হয়ে গেলেন অনুশ্রী। মৃতার পরিবার এই খুনের ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে। স্বামী চন্দনকে গ্রেফতার করে সোমবার হাওড়া কোর্টে তোলা হয়েছে। রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। তাকে মাথায় রড দিয়ে মারা হয়েছে। সাইকেল আর ফোন পাওয়া যাচ্ছে না। ওর স্বামীই এই খুন করেছে। স্বামী মানসিক রোগী বলে দাবি করেন তিনি। প্রতিবেশী প্রণয় জানান, তাঁরা পাড়ায় আড্ডা

মারছিলেন। তখন প্রতিবেশী একজন এসে জানান যে এক তরুণীর মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তায়। সেই খবর শুনে ঘটনাস্থলে যান। তার অনুমান তরুণীকে গুলি বা রডের আঘাত করা হয়েছে। যে রাস্তায় ওই ঘটনা ঘটেছে সেই রাস্তা দিয়ে কেউ খুব বেশি যাতায়াত করেন না। জায়গাটা অন্ধকার ওই জায়গায় এর আগেও একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল। প্রশাসনের কাছে দাবি ওই জায়গায় সিসিটিভি এবং আলোর ব্যবস্থা যাতে করা হয়।মৃতার মা জানান, তার মেয়ে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। তাকে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু সে জানায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো জামা দিয়ে চলে আসবে। বেশ কিছু সময় কেটে গেলেও মেয়ে না ফেরায় বন্ধুকে ফোন করলে বলে সে বেরিয়ে গিয়েছে। তারপর মেয়েকে ফোন করেন। মেয়ে জানায় সাইকেল খারাপ হয়ে গিয়েছে। এরপর তার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি।

মৃতার বাবা কমল হাজরা জানান, মেয়ের সঙ্গে চন্দন মাঝির বিয়ে. হয়েছিল। বিয়ের ৯ দিন পর থেকেই মারধর শুরু হয়। সেই কারণে মেয়ে বাড়িতে চলে এসেছিল। কিন্তু তাকে বুঝিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হয়েছিল। এরপর থানায. এফআইআর করা হয়। শেষবার প্রচন্ড মারধর করায. ১৯ এপ্রিল মেয়ে এক কাপড়ে মাসির বাড়ি চলে যায়। পরে এই ঘটনা থানায় অভিযোগ জানানো হয়। এখন এই মামলা কোর্টে বিচারাধীন। মেয়েকে তাঁর স্বামী সব সময় ফোনে হুমকি দিত। রবিবার সাইকেল নিয়ে বন্ধুর বাড়ি যায় মেয়ে। সেখানে দশ মিনিট ছিল। বেরিয়ে. আসার সময় সাইকেল খারাপ হয় বলে সে ফোনে জানায়। তারপর থেকে ফোনের সুইচ অফ। এরপর সারারাত ধরে খোঁজা হয়। পরে থানা থেকে মেয়ের খবর দেওয়া হয়। থানায় গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় মেয়ে

ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্যদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

পন্ডিত নেহরুর অনুরোধে বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই বিদেশ বিভুঁইয়ের মোটা মাইনের চাকরি এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করে ফিরে এলেন দেশে। গঠন করা হলো ইসরো সবেমাত্র ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে।। প্রয়োজন হয়ে পড়ে ল্যান্ডিং প্যাডের,, যেখান হতে সমস্ত কিছু উৎক্ষেপণ করা হবে।। খোঁজ শুরু করে দেওয়া হয় যথাযথ জায়গার। বিক্রম সারাভাই এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে চিহ্নিত করেন থুম্বা নামক এক স্থান।। যেটা পৃথিবীর ম্যাগনেটে ইকুয়েটরের অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত।। কিন্তু সমস্যা হলো,, উক্ত স্থানটিতে নির্মিত রয়েছে একটি গীর্জা, সঙ্গে কয়েক শতক ধরে বসবাস করে আসা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের একটি গ্রাম।। চার্চটির বয়স নেহাত কম নয়,, ১৫৪৪ সালে সেটি নির্মাণ করা হয়। ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামের এক ধর্মযাজক চার্চের প্রতিষ্ঠাতা।। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং বিভিন্ন সময় প্লাবনের কারনে চার্চটি সমূদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।। এরপর কোনো এক সময় সমুদ্রের জলের স্রোতে তীরবর্তী এলাকায় ম্যারি-ম্যাকডলেনের মূর্তি এসে পড়ে। পুনরায় নতুন করে চার্চটি নির্মাণ করা হয়,, নাম দেওয়া হয়-ম্যারি ম্যাকডলেন চার্চ।। বিক্রম সারাভাই কেরলার বিশপের শরণাপন্ন হন।। অনুরোধ রাখেন,, চার্চের জমিতে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র নির্মাণ করার।। বিশপ পড়ে গেলেন ঘোর দোটানায়।। একদিকে ধর্মীয় বিশ্বাস,, অন্যদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি।। কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না।। কয়েক মাস সময় চেয়ে নিলেন।। সময়মতো বিশপের কাছে উপস্থিত হলেন বিক্রম সারাভাই,, সঙ্গে ডঃ এ-পি-জে আবদুল কালাম।। এই সমস্ত ঘটনাবলী ডঃ আবদুল কালাম রচিত ইগনিটেড মাইন্ডস্ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কালাম নিজের রচিত পুস্তকে লেখেন- বিশপ অন্যান্য খৃষ্টান ধর্মগুরুদের একত্রিত করে,, বোঝানোর কাজ শুরু করেন।। তিনি বলেন - ধর্ম হলো মানুষের কল্যানের জন্য,, আর,, বিজ্ঞানের কাজ হলো মানব সমাজকে উন্নততর করে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়া।। ধর্ম যে কাজটি করে এসেছে,, বিজ্ঞান সেটাই করতে চাইছে।। সুতরাং,, বিজ্ঞানকে আটকে দেওয়া যথাযথ কাজ হবে বলে মনে করছি না। শুরু হলো তুমুল মতপার্থক্য।। কিন্তু,, বেশীরভাগ ধর্মগুরু সম্মতি দেওয়ার কারনে,, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।। বিক্রম সারাভাই,, আবদুল কালামদের সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।। বিক্রম সারাভাই এবং তাঁর টিম অত্যন্ত আনঃদিত হয়ে পড়েন।। গ্রামের মানুষকে সরকারি প্রকল্পের আওতায় এনে, তাদের পুর্ণর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।। নির্মাণ কার্য্য অতি শীঘ্র শুরু করে দেওয়া হয়।। এক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান ও ব্যক্তিগত অবদান কম ছিলনা তকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো,, নির্মাণের ক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মবিশ্বাস-কে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হয়।। চার্চের বিল্ডিংটি আক্ষত রেখে,, সেটাকে স্পেস মিউজিয়াম হিসাবে ব্যাবহার করা হয়েছে।। যেটা কয়েক দশক পরেও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।। এই ঘটনার মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অতুলনীয় মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যাবে।। যে সম্প্রীতির বন্ধন শতকের পর শতক ধরে ভারতের মাটিতে বিরাজমান।। একজন হিন্দু বিজ্ঞানী সদ্য স্বাধীন হয়ে ওঠা দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির লক্ষ্যে,, একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে,, এক খৃষ্টান যাজকের দুয়ারে উপস্থিত হন। হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী তিন মহামানবের সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন হলো।

রাজ্যে জুয়েলারি শিল্পে প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ রাজ্যে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি এবং হোশিয়ারি শিল্পে বিনিয়োগে প্রচুর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে আজ মুম্বাইতে শিল্পপতিদের নিয়ে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা অমিত মিত্র এই কথা জানিয়ে হাওড়ায় ১২০ একর জমির উপরে দেশের সর্ববৃহ হোশিয়ারি পার্ক তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। দেশের ৩৫ শতাংশ শাড়ি রাজ্যে উৎপাদন হয. বলে তিনি জানিয়েছেন বলে নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রেলব্রিজ থেকে বালককে ছুঁড়ে ফেলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ রেলব্রিজের উপর থেকে চলন্ত মালগাড়িতে আট বছরের বালককে ছুঁড়ে ফেলার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। রবিবার রাতে বীরভূমের লাভপুর এলাকা থেকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত হৃদয়কুল্লা শেখ ওরফে আলী হোসেন'কে লিলুয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতকে সোমবার দুপুরে হাড়া আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এদিন আদালতের কাছে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। আদালত ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে হাওড়ার লিলুয়ার ভট্টনগরে চেকিং ও রিপোর্টিং করার সময় ফাঁকা মালগাড়ির ভিতর একটি বগি থেকে ওই বালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত বালকের নাম আহিদ শেখ (৮)। নদীয়া জেলার চাপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা ছিল সে। কয়লা বহনকারী ফাঁকা ওই মালগা।টি আসানসোল থেকে এসে লিলুয়ায় ভট্টনগর রেল কেবিনের কাছে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে নেমে জানা যায় বর্ধমানের এক মহিলার অভিযোগ বর্ধমানের তালিত স্টেশনের ফুট ব্রিজের উপর থেকে তাঁর ছেলেকে কেউ চলন্ত মালগাড়ির মধ্যে ফেলে দেয়। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা মালগাড়িটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মালগাড়িটি সেখানে থামেনি। সেই মালগাড়িটি এসে লিলুয়া এবং ভট্টনগর কেবিনে কাছে দঁড়ায়। মালগাড়িটি আসার পর রেলের তরফ থেকে চেকিং শুরু হয়। তখনই গাড়ির একটি রেকের ভেতর আহিদকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। ওই অবস্থায় বালকটিকে দেখে তাঁরাই উদ্ধার করে খবর দেন লিলুয়া থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। আহিদকে হাওড়ার লিলুয়ার কোনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত আহিদের বাড়ির লোককে খবর দেওয়ার জন্য লিলুয়া থানার পুলিশ চাপড়া থানায় যোগাযোগ করে। বালকের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করে লিলুয়া থানার পুলিশ ও জিআরপি।

খোলাখালিতে অটো,লরী ও মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত এক, আহত বেশ কয়েকজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৮ আগস্ট ঃ আবারো পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক যুবকের, আহত বেশ কয়েক জন ভর্তি স্থানীয় হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে। সোমবার বেলায় বকুলতলা থানা এলাকার জয়নগর কুলতলি রোডের খোলাখালীতে একটি অটো, একটি লরি ও একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল অটোই থাকা এক যাত্রীর। আহত হন মোটরবাইক চালক, অটো চালক সহ বেশ কয়েকজন অটোর যাত্রী। যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বকুলতলা থানার পুলিশ। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতাল, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করান। জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গুরুতর মোটরবাইক চালক হল দেবনাথ নস্কর, বাড়ি মগরাহাট থানার উড়লে চাঁদপুর এলাকায় ও গুরুতর আহত অটো চালক হলো শঙ্খনাথ নস্কর, বাড়ি কুলতলি থানার জালাবেড়িয়ায়। এই দুজনের

অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। ওদিকে আরেক গুরতর আহত এক অটো যাত্রীকে স্থানীয় মানুষজন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন মৃত ঐ যুবকের নাম আনসার মন্ডল, বয়স ২৩ বছর। বাড়ি কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ৬ নং এলাকার কৈলাশ নগর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সোমবার দুপুরে জয়নগর থেকে কুলতলি মুখি একটি অটো,কুলতলি মুখি একটি মোটরবাইক ও জয়নগর মুখি একটি লরীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। আর তাতেই গুরুতর আহত হন মোড়ি তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি করান। আর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে এক অটোর যাত্রীকে নিয়ে আসলে চিকিসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ টি বকুলতলা থানার মর্গে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে কয়েক দিন আগেও এই এলাকায় পথ দূর্ঘটনা ঘটেছে। বেপরোয়া যান চলাচল এই এলাকায় বেড়ে চলায় দূর্ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ জন।

সরকারি বাসের আয় বাড়াতে রাজ্য সরকারের বিশেষ সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ সরকারি বাসের আয় বাড়াতে রাজ্য সরকার অটো, টোটো চলাচল কে একটা স্থানীয় এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এই মর্মে সরকার স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভা ও পুরণিগমের সঙ্গে বৈঠক করে স্থানীয় প্রশাসন কে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। তিনি আজ বিধানসভার লবিতে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন একই রাস্তায. অটো, টোটো র চলাচলের জন্য সরকারি বাসের যাত্রী কম হচ্ছে। ফলে লোকসানের য়ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে রাজ্যে ২৪০০ সরকারি বাস রাস্তায় চলছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DYCE/PS/GANGULY/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Ganguly Pukur and Pal Bazar Jheel in Ward No.-92, Br.-X. Estimated Amount : Rs. 2,49,632.61. Earnest Money: Rs. 5,000.00.

(2) NIT No. : KMC/DYCE/PS/PODDAR/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Poddarnagar in Ward No.-93, and Singha Pukur at Golf Club Road in Ward No.-94, Br.-X. Estimated Amount : Rs. 1,24,860.75. Earnest Money: Rs. 2,500.00.

(3) NIT No. : KMC/DYCE/PS/DOI2/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of 2 (Two) new immersion ghats including making temporary vats at DOI Ghat in Ward No.-75, Br.-IX. Estimated Amount : Rs. 1,99,798.20. Earnest Money: Rs. 4,000.00.

(4) NIT No. : KMC/DYCE/PS/JUDGES/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Judges Ghat in Br.-IX. Estimated Amount : Rs. 2,99,802.59. Earnest Money: Rs. 6,000.00.

(5) NIT No. : KMC/DYCE/PS/DOI1/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at DOI Ghat in Br.-IX. Estimated Amount : Rs. 1,59,871.18. Earnest Money: Rs. 3,200.00.

(6) NIT No. : KMC/DYCE/PS/RAMRIK/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Balaram Bose Ghat, Ramrik Ghat and Mukherjee Ghat in Br.-IX. Estimated Amount : Rs. 1,69,921.77. Earnest Money: Rs. 3,400.00.

(7) NIT No. : KMC/DYCE/PS/MA_DILER/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Mayer Ghat and Dilerjang Ghat in Br.-I. Estimated Amount : Rs. 1,79,296.31. Earnest Money: Rs. 3,600.00.

(8) NIT No. : KMC/DYCE/PS/BAGH/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Bagbazar Ghat in Br.-I. Estimated Amount : Rs. 1,59,738.05. Earnest Money: Rs. 3,200.00.

(9) NIT No. : KMC/DYCE/PS/RATAN/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Ratanbabu Ghat in Br.-I. Estimated Amount : Rs. 2,24,664.63. Earnest Money: Rs. 4,500.00.

(10) NIT No. : KMC/DYCE/PS/SARB/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Sarbamangala Ghat in Br.-I. Estimated Amount : Rs. 1,59,235.83. Earnest Money: Rs. 3,200.00.

(11) NIT No. : KMC/DYCE/PS/LAYALKA/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Layalka and 10, Bijaygarh in Ward No.-96, Br.-X. Estimated Amount : Rs. 1,74,937.56. Earnest Money: Rs. 3,500.00.

(12) NIT No. : KMC/DYCE/PS/RANI/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Ranidighi in Ward No.- 98, Br.-X. Estimated Amount : Rs. 1,49,785.53. Earnest Money: Rs. 3,000.00.

(13) NIT No. : KMC/DYCE/PS/SOVA/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Sovabazar Ghat, Kumartuli Ghat and Chapatala Ghat in Br.-I. Estimated Amount : Rs. 2,49,220.38. Earnest Money: Rs. 5,000.00.

(14) NIT No. : KMC/DYCE/PS/AHI_NATH/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Ahiritola Ghat and Nather Ghat in Br.-II. Estimated Amount : Rs. 2,49,804.64. Earnest Money: Rs. 5,000.00.

(15) NIT No. : KMC/DYCE/PS/NIMTALA/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Nimtala Ghat in Br.-II. Estimated Amount : Rs. 3,86,281.60. Earnest Money: Rs. 8,000.00.

Period of Completion : 45 days [For Sl. No. 1 to 15]. Last date and time of submission of bid: 07.09.2023 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 15]. The bid forms and other details are available on and from 31.08.2023 (10 a.m.) from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 15].

653/23-24

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বন মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপাধ্যক্ষ আশীষ ব্যানার্জি 'বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ,পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় মন্ত্রী বীর বাহা হাজদা ও অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। গাছ লাগিয়ে জল দিয়ে এবং পাখা দিয়ে হাওয়া করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।- ছবি সুবল সাহা

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে, বাড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ আপাতত কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি চলবে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে। এদিন তাই ছিল। তবে এদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ও ছিল না। যদি বষ্টি হয়, তাহলেও তা হলে আঞ্চলিকস্তরে ও বিক্ষিপ্তভাবে। পাশাপাশি আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সোমবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। তবে বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার। যদিও সর্বত্রই রয়েছে হাল্কা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সেক্ষেত্রে আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। একইসঙ্গে বৃষ্টি কমার পাশাপাশি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। এক্ষেত্রেও আগামী ২-৩ দিনে তাপমাত্রা ২থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে তারপরের ২ দিন মোটামুটি একইরকম থাকবে তাপমাত্রা। অন্যদিকে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। কিছু কিছু জায়গায় মেঘলা আকাশ থাকার পাশাপাশি হতে পারে হালকা বৃষ্টি। বরং সবক'টি জেলাতেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৌসুমী অক্ষরেখা কিছুটা উত্তরমুখী হয়ে বর্তমানে বালুরঘাটের ওপরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে আবার

উত্তর পূর্ব বাংলাদেশের ওপরে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি এখন পশ্চিম অসম ও সংলগ্ন এলাকার ওপরে বিরাজমান। যার জেরে উত্তরবঙ্গে আগামী ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে হওয়া অফিস।

উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের ছাত্রীদের জোর করে সভায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২৮ আগস্ট ঃ জোর করে সভায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের ছাত্রীদের,অভিযোগ অস্বীকার টিএমসিপির। সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় সমাবেশ রয়েছে।সেই সমাবেশে উত্তরপাড়া ডুয়াদের জোর ধমকি দিয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কয়েকজন ছাত্রীকে দেখা যায় কলেজ গেট থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে।তারা টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরতে চাইলে সেখানেও গিয়ে টিএমসিপি ছাত্রীরা তাদের জোর করতে থাকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্র নীলাদ্রি পাল যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার দাবি কাউকে জোর করা হয়নি। কলেজ থেকে দু হাজার ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে যোগ দিতে যাচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি

নির্দেশ দেন সেই কথা শোনার জন্যই সবাই ধর্মতলা যাচ্ছি। ছাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্ররা ট্রেনে যাবে। গত বছরও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় প্যারী মোহন কলেজ থেকে পড়ুয়াদের জোর করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সদস্য পঙ্কজ রায় বলেন,জমিদারি শেষ হয়ে গেছে তাই জোর করে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে নিয়ে যেতে চাইছে। ধমক দিয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়ার দিন ওদের শেষ হয়ে যাবে। আজকে যাদের ধমক দিচ্ছে কাল তারাই ওদের কলেজ থেকে বের করে দেবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর হুগলি সংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইকে ফোন করা হলে তিনি বলেন মিটিং এ ব্যস্ত আছি, এই প্রসঙ্গে এলাকার বেশ কিছু মানুষ বলেন জোর করে কাউকে নিয়ে যাওয়া উচিত না। এটা ভুল বার্তা দিচ্ছে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে কৃষ্ণনগর স্টেশনের প্রস্তাবিত দৃশ্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ ভাদ্র, ১৪৩০

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রধানমন্ত্রী

সম্পাদকীয়

ব্যবসা বোঝেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। করোনাকালে সব দেশগুলি যখন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত তখন ভারত কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেছে করোনা ভ্যাকসিন বিক্রি করে। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাকসিন করোনা ভ্যাকসিন ভারত বিক্রি করেছে আন্তর্জাতিক বাজারে। তার ফলে ভারতে আয় বলতে গেলে এখন বেশ মজবুত। ইসরো চন্দ্রাভিযান পাঠাতে পারছে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার জন্য। আবার সূর্যের রশ্মি পরীক্ষা করতে ইসরো সেপ্টেম্বর মাসে মহাকাশ যান পাঠাবে। কোনও দিন হয়তো শুনতে পাওয়া যাবে যে ভারত মহাকাশে একটি স্টেশন তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে মহান ভারত গড়তে গেলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ আয় করতে হবে। তার জন্য তিনি ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে নিয়ে সারা বিশ্ব সফর করতে শুরু করেছেন। আমেরিকা সফরে যখন তিনি গিয়েছিলেন সঙ্গে ছিলেন আম্বানি মতো শিল্পপতিরা। তারা সেখানে আমেরিকার শিল্পপতিদের সঙ্গে মত বিনিময় করে আমেরিকার শিল্প যাতে ভারতে আসতে পারে তা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পপতিরা আমেরিকার শিল্প জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। যার ফলে আমেরিকার একটি শিল্প আগামী দুই বছরের মধ্যে গুজরাতে এখন থেকেই প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বন্দর ব্যবসায় আদানি টাকা ঢালতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এদিকে গ্রীস দেশে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শিল্পপতি আদানি না তাকলেও তাঁরা প্রতিনিধিরা মোদির সহেগ গিয়েছিলেন গ্রীসে। সেখানকার বন্দরগুলিতে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আদানি। গ্রীস দেশের একাধিক বন্দর অধিগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আদানি গোষ্ঠী। প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে দিয়েছেন যিনি ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ককে মজবুত করতে চান। চিনের ব্যাপারে ইউরোপের দেশগুলি আগ্রহ প্রকাশ করছে না। তারা চিনকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চিনকে একঘরে করে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকাও চিনকে কোনঠাসা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যার ফলে চিন এখন আর ইউরোপে অতি সহজে প্রবেশ করতে পারছে না। এমনকী রাশিয়াতেও চিন প্রবেশ করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ রাশিয়ারা তাদের স্বদেশি শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে থাকে। চিনকে ইউরোপ না গ্রহণ করায় ফলে লাভ হয়েছে ভারতের। ভারত এক চিক চিনের কৌশল গ্রহণ করে বন্দরগুলোকে অধিগ্রহণ করতে শুরু করেছে। তবে বন্দর ব্যবসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছেন মোদি। তিনি যেখানে যাচ্ছেন সঙ্গে করে শিল্পপতিদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রীস দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। গ্রীস সভ্যতাকে রক্ষা করতে বহুবার ইউরোপের দেশগুলি আর্থিক সাহায্য করেছিল। কিন্তু বারবার আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব নয়। সেই কারণে গ্রীস দেশ এমন একটি দেশের হাতে তাদের বন্দরগুলি তুলে দেবে যাদের দ্বারা কোনও রকম ভাবে ভবিষ্যতে বিপদ থাকবে না। গ্রীস দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল আলেকজান্ডারের সময় থেকে। গ্রীস দেশের শিল্প ভারতের গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় পণ্য গ্রীস দেশে এসে গিয়েছিল। গ্রীস বন্দরগুলিতে আদানি বিনিয়োগ করতে চলেছে সেই খবর গ্রীস দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

পাক কাশ্মীরের বাসিন্দা

পাক কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভারতের সঙ্গে থাকার কথা ব্যক্ত করতে শুরু করেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় তারা পাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানে সেনা পুলিশ পাঠিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং বিক্ষুব্ধদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদ যাতে তীব্র না হতে পারে তার জন্য সেখানকার পুলিশ জমায়েত করতে নিষিদ্ধ করেছে। পাক কাশ্মীর একন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বকলমে পরিবারতন্ত্র এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রাজার ছেলে রাজা হতো। আজকেও বহু দেশে শাসকদের ছেলেরা শাসক হয়ে থাকে। তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার কথা বলতে হবে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু তারা দেশের মূল শাসনতন্ত্রে নেই। এই ব্যাপারটা দেখভাল করে মন্ত্রীসভা। তাদের হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। তার জন্য রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয় না। পার্লামেন্টে রয়েছে। তারা এর দখভাল করে থাকে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী খুবই শক্তি রাখে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট খুবই শক্তিশালী। কিন্তু সেখানে সেনেট রয়েছে। সেনেট প্রয়োজন হলে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কাজের কারণ জানতে চাইতে পারে। সেই অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট তখন সেনেটে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের সামনে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। কিন্তু পাকিস্তানে সেটা হওয়ার কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট মুশারফ ছিলেন আগে জেনারেল। পরে তিনি সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি ভারত বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। দিল্লিতে তাঁর জন্ম। পরে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। নওয়াজ শরিফ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি মোদির সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলছিলেন। নওয়াজের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিলেন যা পাক সেনার কর্তারা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তারা গোপনে নওয়াজের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে দিতে থাকে। জঙ্গিরাও সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নওয়াজ শরিফকে একেবারে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। মুশারফের সময়ে জঙ্গিরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে যেভাবে সারা পাকিস্তান জুড়ে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ হতে শুরু করে তার দিকে ভারতকে সব সময়ে খেয়াল রাখতে হতো। সেই মুশারফ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আর নেই। পাকিস্তান ক্রমশ আর্থিক দিক দিয়ে বেসামাল হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সহযোগিতা চাওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। মানবিক সাহায্য পাওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারত এখনও এ ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের যা অবস্থা তাতে তাদের বাজেট করা খুবই মুশকিল হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বারবার একটি কথা বলেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে। সেটা না করলে কিন্তু পাকিস্তানের আবারও বিপদের মুখে মুখে পড়তে হতে পারে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

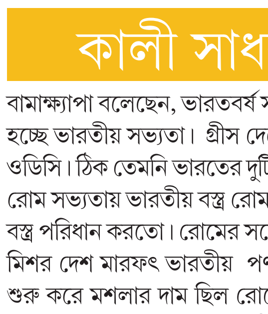

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। গ্রীস দেশের যেমন দুটি মহাকাব্য রয়েছে ইলিয়াড ওডিসি। ঠিক তেমনি ভারতের দুটি মহাকাব্য রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত। রোম সভ্যতায় ভারতীয় বস্ত্র রোম দেশে যেত। সেখানকার রাজারা ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করতো। রোমের সঙ্গে ভারতের সরাসরি ব্যবস্থান না থাকলেও মিশর দেশ মারফৎ ভারতীয় পণ্য রোমে যেত। ভারতীয় বস্ত্র পণ্য থেকে শুরু করে মশলার দাম ছিল রোমে। রোমের রাজার ভারতীয় মশলা দিয়ে তাদের খাবার প্রস্তুত করতো। মিশরে যেত ভারতীয় বস্ত্র। ভারতীয় মশলা মিশর হয়ে উইরোপের নানা দেশে যেত।

আলিপুর ষড়যন্ত্র বোমা মামলায় অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছিল

প্রথম স্বীকারোত্তি দেন নরেন গোঁসাই

রবীন্দ্র কুমার শীল

আলিপুর ষড়যন্ত্র বোমা মামলায় অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছিল। প্রথম স্বীকারোত্তি দেন নরেন গোঁসাই। তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বোস আলিপুর জেল হাসপাতালে তাঁকে গুলি করে মারে। এতে বিপ্লবী অরবিন্দ খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নরেন গোঁসাইকে বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে গুলি করে মেরে ফেলাটা বিপ্লবী অরবিন্দ মেনে নিতে পারেননি। নরেন গোঁসাই বিপ্লবী দলের একজন কর্মী ছিলেন। নরেন গোঁসাইয়ের পর বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষও স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। আলিপুর বোমা মামলা ষড়যন্ত্রে অভিযুক্তরা সকলেই কম বেশি স্বীকারোক্তি দেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি ছিল নরেন গোঁসাই এবং বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের। এই দুইজনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটা চলেছিল। প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস বিপ্লবী অরবিন্দের হয়ে সাওয়াল করেছিলেন। আর সরকারি পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নর্টন।)

নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তি ঃ আমার নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমরা শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশের লোক। আমার পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমাদের কিছু জমিদারী আছে। জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রায়ই বাঁকুড়া, হাঁসডাঙ্গা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইত। এখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর।

আমি ছেলেবেলায় হেয়ার স্কুলে ও হিন্দু স্কুলে পড়িতাম এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়িয়াছি। জমিদারী দেখিবার জন্য আমাকে আগেই পড়া ছাড়িতে হয়।

একবার বাঁকুড়ায় আমাদের জমিদারীতে যাইবার পরে রামদাস নামে একব্যক্তি আমাদের বাড়ি আসেন। আমাদের সেখানকার উকিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। তিনি আমাকে বলেন, " আমাদের একজন বিশিষ্ট নেতা আছেন, তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজের শাসন ধ্বংস করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁহাকে আমার দেখিবার আগ্রহ হইল। দুই-একদিন পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সন্ন্যাসীর বেশে কোন প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে আসেন। তিনি গীতা, পরলোকতত্ত্ব, আত্মা প্রভৃতির কথা বলেন, তাঁর কথায় আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়। তিনি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করা যে উচিত তাহা বুঝাইয়াছিলেন। দুই চারদিন পর তিনি আমাকে একখানি পত্র দিয়া কলকাতায় বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। পরে শুনিয়াছি যতীন্দ্রবাবু আগে বরোদায় থাকিতেন। আমি কলকাতায় ফিরিয়া প্রথমে উপেন্দ্রনাথবাবুর সহেগ ও পরে অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। উপেন্দ্রবাবু যুগান্তরের উদ্দেশ্যের কথা বলার পরে বলিলেন, " ভাই, যুগান্তর অফিসে যেও, সব কথা হবে?' তিনি আমাকে যুগান্তরের গ্রাহক হইতে বলেন। আমি তখনই দেড় টাকা দিয়া গ্রাহক হই। বারীনবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি দেশ যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে সেই কথা বলিলেন। তিনি বলেন, " দেখুন আমাদের নিজেদের লোক ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যাইবে। টাকা যত বেশী পাওয়া যাইবে, কাজ তত বেশী হইবে।" আমি বলিলাম, " বিজ্ঞানের আবশ্যকতা কি? " তিনি বলিলেন, " বোমা তৈয়ারী শিখিয়া আসিবে, ট্রেন উড়াইয়া কৌশল বুঝিতে পারিবে। আর এখন হইতেই যুবকদিগকে শিখাইতে হইবে যে যখন যুদ্ধ বাধিবে, তকন যেন শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের ঠিকভাবে মারিতে পারে।" একটু পরে বলেন, " তুমি যদি বিদেশে যাও, বেশ ভাল হয়?' আমি বলি যে পরে বুঝিয়া বলিব। বারীনবাবু বলিলেন, " দেখুন, সেজদা (অরবিন্দবাবু) কত বড় পণ্ডিত, তিনি দেশ স্বাধীন করিবার জন্যই তো বরোদা হইতে বাংলায় আসিয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, " সকল বিষয়ের নেতা কে? আপনি?" তিনি বলিলেন, " না, না, আমি কেন হইব? সেজদাই নেতা।" অরবিন্দবাবু মুরারি পুকুরে উদ্যানেও আসিতেন, যুগান্তর অফিসেও যাইতেন, আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ

মল্লিকের বাড়িও যাইতেন। সেখানে কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। সব জায়গায় অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হইত। সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে অবিনাশ চক্রবর্তী আসিতেন। তিনি একজন মুন্সেফ। তাঁহার সঙ্গেও দেশের কথা হইত। আর-একজন আসিতেন নিরোদবাবু, ইনি সুবোবাবুর ভাই। সুবোধবাবু যুগান্ত ন্তরের জন্য পাঁচশত টাকা দেন। যুগান্তর লাইব্রেরীতে মুক্তি কোন পথে, বর্তমান রণনীতি, রুশ-জাপান যুদ্ধ, ভবানী মন্দির, আনন্দমঠ, গীতা প্রভৃতি পুস্তক থাকিত। ভবানী মন্দিরে বোমা ব্যবহার কি রূপে হইবে, সাহেবদিগকে কি করিয়া মারা যাইতে পারে প্রভৃতি সব কথা আছে। এই সব বই সমিতির সভ্যরা পড়িত। উল্লাসকর বিস্ফোরক অস্ত্র সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতেন। সমিতির ছোরা খেলা, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস করা হইত। কিছুদিন পরে বারীনবাবু আমাকে বলেন, " হেমবাবু বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য ফরাসী দেশে চলিয়া গিয়াছেন।" হেমবাবু ফিরিয়া আসিলে তিনি বোমা তৈয়ারী করিতেন। টি এম বাপাতও বোমা তৈয়ারী করিতেন। উল্লাসকর দত্তও করিত। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও গোয়াবাগানে বোমা তৈরী হইত। সমিতিতে পর পর ধর্ম, শিক্ষা রাজনৈতিক শিক্ষা ও দেহ-চর্চার শিক্ষা দেওয়া হইত। সুবোধবাবু ও অরবিন্দবাবু মধ্যে খুব সম্প্রীতি ছিল! চারু দত্ত কি মিত্র ঠিক মনে নাই, তিনি ছিলেন সুবোধবাবুর ভগ্নীপতি। তিনি একজন সরকারী কর্মচারী সিভিলিয়ন। তিনি একদিন যুগান্তর অফিসে আসিয়া বলেন, ''স্বরাজ স্থাপন করিতে হইবে। মারাঠারা যেমন করে টাকা ওঠায়, আমরাও তেমনি করে টাকা ওঠাব।" ঠাকুরবাড়ির গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমিতিতে আসিতেন। আর মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, যিনি গিরিডিতে থাকিতেন, তিনি সমিতির বিশেষ পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি সেখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমিতিতে তিনি তিন হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

উদ্যানে উপেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন, তিনি গীতা পড়াইতেন। শচীন্দ্র সেনের মতো অল্প বয়স্ক ছেলেরা গীতার উপদেশ শুনতে বড় ভালবাসিত। শচীনের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। মাত্র তের-চোদ্দ বছরের ছেলে। এত অল্প বয়সের আর কেহ ছিল না। উপেন্দ্রবাবু যেমন বাংলা তেমনি ইংরেজি জানেন। তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় দারোগা দীনবন্ধুবাবুও মুগ্ধ হন।

উদ্যানের সমিতিতে একটা বাক্সে টাকা থাকিত। সেখান হইত বারীনবাবু, উপেনবাবু, পরেশ ভৌমিক ও প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামতো টাকা লইতেন। বন্দুক ও বিস্ফোরকের জিনিস কিনিবার জন্য টাকা দরকার হইত। আমি একদিন স্বচক্ষে উপেনবাবুকে পঞ্চাশ টাকা নিতে দেখিলাম। বারীনবাবুর একটা খৃষ্টানী নাম আচে ইমানুয়েল। বোধহয় সমুদ্রপৃষ্ঠে জন্ম হওয়ার জন্য।

তবে তিনি খুব ভাল বাংলা বলিতে পারিতেন। উদ্যানে গীতার কথা, শরীর-চর্চার কথা, বিস্ফোরক জিনিসের কথা এবং সমিতির কার্য্য কিরূপ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত। বরোদার কৃষ্ণজী পাণ্ডেও সমিতিতে আসিতেন। তিলক কিরূপ শিবাজী ও গণপতি উৎসব করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাও বলা হইত। পুণায় প্লেগের পরে অত্যাচার নিবারণের জন্য কি করা হইয়াছিল, তাহাও আলোচনা হইত। উদ্যানে অনেকে সন্ন্যাসীর বেশে থাকিত। আমিও সন্ন্যাসীর বেশ পরিতাম। লোকে বলিত, আমার চেহারা বেশ সুন্দর। অনেকে আমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া বিষ্ময় প্রকাশ করিত। হেমদাসবাবু, যিনি বোমা তৈয়ারী শিখিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন জমিদারের পিসতুত ভাই। তাঁর বাড়িতে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উল্লাসকর থাকিত। মিঃ বাপাত মির্জাও ফ্রান্সে বোমা তৈরি শিখিয়াছেন। একদিন অরবিন্দবাবু আমায় বলেন, " নরেন, এই বারোটা টাকা নিয়ে তুমি রংপুর যাও। সেখান এক বিধবার বেড়িতে ডাকাতি করে টাকা আনতে হবে। ঈশান চক্রবর্তী নামে সেখানে আমাদের একজন বিশ্বস্ত লোক আছেন। তার কাছে গেলেই তিনি সাহায্য করবেন।" আমি টাকা লইয়া রংপুরে চলিয়া যাই। আমার সঙ্গে লিভলবার ছিল। আমার পূর্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেমদাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আর পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে। সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্তী ও তার ছেলে মনোরথ আমাদিগকে সাহায্য করে। মনোরথও একজন জমিদার। আমার চশমাটা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি যে রিভালবারটি নিয়েছিলাম তাহা অবিনাশ ভট্টাচার্যের। কিন্তু মনোরথ রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয়, গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধহয় পূর্বে কোনরকম সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হয় না, আমরা চলিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমি অরবিন্দবাবুকে সব কথা বলি। তিনি উত্তর করেন, " একবার না হইয়াছে, তাহতে চিন্তা কি, আবার হইবে।"অতঃপর বাঁকুড়া যাই। আমাকে সেখানে পাঠানো হয়। সেখান হইতে অম্বিকা নগরের রাজা রাইচরণ ধবল আমাকে নিয়ে পুরুলিয়া আসেন। সেখানে তাঁহার একটি ফিতার কারখানা ছিল। সেখান হইতে হাঁসডাঙ্গা যাই। শিতর হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ি লুঠ করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে। আমাদের সঙ্গে রিভলবার ও লাঠি ছিল। বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। রাজার দারোয়ান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগকে খবর দিবে কথা ছিল। কিন্তু সেই লোকটা এত মদ খাইয়াছিল যে আমাদের কাজ হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। (ক্রমশ)

'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস' পুস্তক প্রকাশ

'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস' পুস্তক প্রকাশ লাভ করে ২৬ আগস্ট, ২০২৩ সালে বিকাল ৪.৩৭ মিনিটে। আত্মনির্ভর ভারত গড় তুলতে গেলে এই বইয়ের লিখিত বিষয়ের ওপরে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বলে সবাই মত প্রকাশ করেছেন। 'মহান ভারত' গড়ে তুলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের বিষয়গুলির ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে বলে বিশ্বাস করেন উপস্থিত অতিথিরা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং যুব ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ও মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান দুটি খণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর জুন ২০২০ থেকে মে ২০২১ এবং জুন ২০২১ থেকে মে ২০২২ সাল পর্যন্ত বক্তৃতাগুলিকে প্রকাশ করা হয়েছে ভোপালের কৌস্তব থাকরে আন্তর্জাতিক কনভেশন সেন্টার থেকে। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি বক্তবা দেশের নাগরিকদের উৎসাহ দান করতে সক্ষম। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতার মধ্যে শিক্ষামূলক বিষয় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ৮৬ বক্তৃতা এখানে দেওয়া আছে। তর মধ্যে ৮০টি বক্তৃতার বিষয়গুলি সবার কাছে উৎসাহ দান করতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। সাধারণ নাগরিকদের জাগ্রত করতে তিনি তাঁর বক্তব্যগুলিকে পেশ করেছেন। ভালো সরকার, সুস্থ প্রশাসন, মহিলাদের ক্ষমতায়ান, জাতির শক্তি, আত্ম নির্ভর ভারত, বিজ্ঞানের জয়, কৃষকদের জয় নিয়ে বহু মূল্যবান বক্তবা এই বই দুটিতে স্থান লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে চন্দ্রাভিযানকে সফল করতে ইসরোকে সহযোগিতা করেছেন এবং মহাকাশ গবেষণা করতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। যার ফলে ইসরো চন্দ্রাভিয়ান -৩ সাফল্য লাভ করেছে। চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে ইসরোর চন্দ্রাভিযান -৩ সফল হয়ে নামতে পেরেছে এবং এখন সেখান থেকে ছবি পাটাতে শুরু করেছে। ভারতের মহাকাশ অভিযান শুরু হল। ভারতে এখন বিশ্বের সঙ্গে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন করতে শুরু করেছে। ৪৫ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে সারা ভারত জুড়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। আগামি দিনে ভারত ৫ জি প্রযুক্তি থেকে ৬ জি প্রযুক্তিতে প্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেন, ৭৫ বছরের অমৃত উৎসবে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠা স্থান লাভ করবে। শিক্ষায় মাতৃভাষাকে প্রধান্য দেওয়া হচ্ছে। মধ্য প্রদেশে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানোর জন্য হিন্দিতে চিকিৎসার বই রচিত হচ্ছে। মধ্য প্রদেশে 'খেলো ইণ্ডিয়া তরুণ গেম' চালু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান তরুণদের কাছে আবেদন করেছে যে প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ এবং সব কা বিশ্বাস' বইটি সংগ্রহ করে পড়তে। এই বইটি তরুণরা কীভাবে নিজেদেরকে গঠন করতে সক্ষম হবে তার কথা বিবৃত করা রয়েছে। 'মন কা বাত' দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের সঠিক পথ ধরে চলার কথা ব্যক্ত করতেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার পক্ষে রয়েছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন। সারা দেশ জড়ে এখন থেকে স্মার্ট সিটি পুরস্কার দেওয়া দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভালো রাজ্য হিসাবেও পুরস্কার দেওয়া হবে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পুরস্কার পেতে পারে রাজ্য এবং শহরগুলি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিক্রম সাহয় প্রধানমন্ত্রীর বইটি ওপরে একটি ছোট ছবি নির্মাণ করেছেন। খাজুরাহ এর সাংসদ শ্রী ভিডি শর্মা এই বইটি প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকাশন বিভাগের ডিরেক্টর জেনরেল মিসেস অনুপমা ভাটনগর।

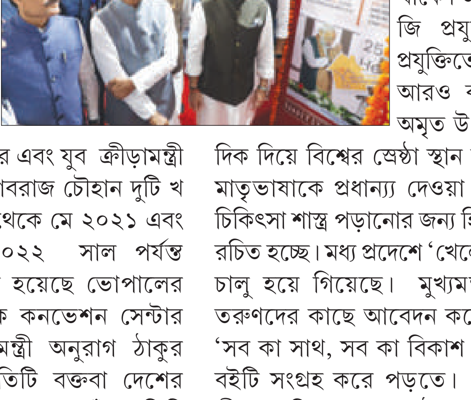

বাংলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি

বাংলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। তার এখন থেকেই তোড়জোর করতে শুরু করে দিয়েছে আগামি লোকসভার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। তার জন্য এখন থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। বিজেপির দুই নেতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুই জনের লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মসনদ। বিজেপি প্রধান নরেন্দ্র মোদি পরিস্কার বুঝতে পেরে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা দখল না করতে পারলে ভারত জয়টা একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোনও লাভ হয় না। এক সময়ে এটাই ভাবতেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ জিন্না সাহেব। তিনি যখন পাকিস্তান ভাগ চাইলেন তখন কলকাতা ছাড়া পাকিস্তান একবারে অন্ধ সেটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা কলকাতাকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে হাতে তুলে দিতে রাজি ছিল না সেটা পরিস্কার। তার ফলে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে গেল। না হলে কবেই কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত পড়তো। যাই হোক বিজেপি দল এখন বুঝতে পেরেছে যে করেই হোক কলকাতা তাদের চাই। সেটা নির্বাচনে করেই গ্রহণ করা সম্ভব তা বুঝতে পেরেছে। সেই কারণে আগামি ২০২৪ সালে যে লোকসভার নির্বাচন আসছে সেখান থেকে জনগণের রায় নিয়ে রাজ্যের সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে বিজেপি দল। কলকাতাই ভারতকে পথ দেখায়। কলকাতাকেই আগামি দিনে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আরও বেশি করে ভারতবাসীদের পথ দেখানোর। পূর্ব ভারতের শিল্পপতিরা শিল্প সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রয়েছে। কলকারখানা চালু করার ক্ষমতা রয়েছে। শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষমতা রয়েছে পূর্ব ভারতের শিল্পপতিদের। পূর্ব ভারতের শিল্পপতিরা ব্যবসা বাণিজ্য আমদানি রপ্তানিটা ভালো করে জানে। তারা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বেশ উন্নত। শুধু ব্যবসায় নয়, শিল্প সাহিত্যে পূর্ব ভারতের লোকেরা বেশ উন্নত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর লক্ষ্য হচ্ছে বাংলা দখল করা। কিন্তু বাংলার মানুষ এত সহজে বিজেপির ফাঁদে পা দেবে না। না খেতে পেয়ে মারা যাবে কিন্তু বিজেপিকে বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না। বিজেপি বহু বার আগেও চেষ্টা করেছিল বাংলায় প্রবেশ করতে। কিন্তু তারা তা পারেনি। বাংলা কোনও সাম্প্রদায়িক দলকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় না। বিজেপি এর আগে বহু বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা বিফলে পরিণত হয়। বাংলা দখল করার তাদের কাছে অধরা থেকে যায়। বাংলায় সব সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। এখানে কেবল রাম নাম করলেই চলবে না। এখানে সব ধর্মের সমান অধিকার রয়েছে। রাম নাম ভজনা করে বাংলার ভোট পাওয়া যায় না। বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মান রয়েছে। এখানে যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা সবাই সংখ্যালঘুদের সম্মান দিয়ে থাকে। এখানে কোন জাতি ভেদ দেখতে পাওয়া যায় না। ঈদের দিন হিন্দুরা ইসলামের ঘরে নিমন্ত্রণ পায়। আবার দুর্গা পুজোর সময়ে মুসলমানেরা হিন্দু ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। সারা বাংলার জুড়ে রয়েছে ধর্মীয় সম্প্রীতি। এখানে সব ধর্মের লোকেরা একত্রে বসবাস করে। কেউই অন্য ধর্মকে অপরের ধর্ম বলে ভাবে না। সব ধর্ম সবার কাছে সমান সমাদর লাভ করে। বিজেপি দল এখানে এসে ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করে দিতে পারবে না যা উত্তর প্রদেশে করতে পেরেছে। বিজেপি দলকে সবাই পরিত্যাগ করতে চাইছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকার ছিল। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা বিজেপিকে পরিত্যাগ করেছে। শিব সেনার ওপরে বেশি করে আস্থা রেখেছে। শিব সেনা আছে বলে সেখানে এখন ধর্মীয় বিভেদ দেখতে পাওয়া যায়নি। সবাই সেখানে সব ধর্মের উৎসব অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাম মন্দির নিয়ে যেভাবে উত্তর প্রদেশে বিভেদের চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার ফল বহু ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রাণ বিসর্জন হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী ভালো ভালো কথা বলতে পারেন। কিন্তু বিজেপি দল ধর্মীয় মেরুকণ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে বিরোধী দলের নেতারা বিশ্বাস করে। প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। আগামি দিনে বিজেপি যদি সত্যিই বাংলায় এসে উপস্থিত হয় তাহলে বাংলায় বিদ্বেষ রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে বজায় রাখতে হবে।

কলকাতার ইতিহাস ঃ কাশীপুর রাজবাড়ি

কলকাতার কাশীপুর রাজ বাড়ি কুলদেবতার গোপালজির সেবায় কীর্তনীয়ার পদে নিযুক্ত ছিলেন যতীন দাস। রাজবাড়ির রানিমা যত্ন করে গোপালজির পুজো করতেন। জন্মাষ্টমীর দিন বীরাষ্টমী দিসব পালন করা হতো। রাজবাড়ির ভোগ ঘরের হালুইকর ছিলেন ঠাকুর কংসারি চট্টরাজ। কাশীপুর রাজবাড়িতে এখন আর কেউ প্রবেশ না করলেও সেখানে গোপালের নিত্য পুজো এখনও চালু রয়েছে। এক সময়ে কাশীপুরের রাজারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। গঙ্গাই ছিল তাদের ব্যবসার প্রধান পথ। কাশীপুরের রাজারা ইংরেজ এবং ফরাসিদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে। বাঈজি নাচও হতো এখানে। দুর্গা পুজোর সয়ে এই কাশীপু রাজ বাড়িতে বহু ইংরেজ শাসকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হতো। তবে কাশীপুরের রাজা সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

এখন তাদের বাগানে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। গৃহদেবতা গোপাল তো রয়েছেন। জানা যায় এক সময়ে নেপালের সঙ্গে কাশী রাজ পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। গোটা কাশীপুর অঞ্চলটি এই কাশীপুর রাজ পরিবারের অংশ ছিল। এখানকার প্রজাদের ওপরে বেশি করের বোঝা চাপিয়ে দিতে না রাজারা। তারা প্রজা বাৎসল্য ছিলেন। গঙ্গার পাশেই রয়েছে কাশীপুর রাজবাড়ি। গঙ্গার মনোরম শোভা উপভোগ করা যেতে পারে এখান থেকে। কলকাতার সব রাজ পরিবারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। এই কাশীপুর রাজবাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কাশীপুর উদ্যানবাটী তৈরি হয়েছে কাশীপুর রাজ পরিবারের সদস্যদের দেওয়া জমির ওপরে। রাজবাড়ি থেকে সরাসরি গঙ্গার স্নান করা জন্য ঘটে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। রাজ পরিবারের লোকেরা গঙ্গায় স্নান করতে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতো। (তথ্য সূত্র ঃ পিয়ালি ব্যানার্জি, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল)

পঞ্চায়েতে ভরাডুবির পরেই বড় রদবদলের সম্ভাবনা হরিশ্চন্দ্রপুরে

তনুজ জৈন, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ দলের সুপ্রিমো ফলাফলে বিশ্বাসী। রিপোর্ট কার্ড ভালো না হলে অতীতে বহু হেভিওয়েট নেতার পদে কোপ পড়ার ইতিহাস রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও দলের সুপ্রিমো এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড স্পষ্ট বার্তা দিয়ে ছিলেন ফলাফল ভালো না হলে জবাবদিহি করতে হবে দলকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে পদক্ষেপ। তাই পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই এবার বেশ কিছু এলাকায় তৃণমূলের ব্লক স্তরে বড় রদবদলের সম্ভাবনা। দায়িত্ব হারাতে পারেন একাধিক অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক সভাপতি। এমনকি ডানা ছেঁটে ফেলা হতে পারে বেশ কিছু জনপ্রতিনিধিরও। যা নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও রাজ্যে সবুজ ঝড় অব্যাহত রয়েছে। শাসকের দখলে গেছে সবকটি জেলা পরিষদ। তবে এই ঝড়ের মাঝেই বেশ কয়েকটি এলাকায় ফলাফল তৃণমূলের কাছে অশনি সংকেত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় সেই এলাকাগুলিতে জমি হারিয়েছে তৃণমূল। আর সেই সব এলাকায় এবার হতে পারে বড় রদবদল। সূত্রের খবর তার মধ্যে অন্যতম হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক এলাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের গড় হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হয়েছে। সাতটি পঞ্চায়েতের মধ্যে ছয়টি পঞ্চায়েতও হাতছাড়া হয়েছে। মন্ত্রীর নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতও গেছে জোটের দখলে। জেলা পরিষদে হেরে গেছেন মন্ত্রীর ভাই দাপুটে নেতা জম্মু রহমান। আর এই ভরাডুবির পরেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনটি এলাকা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার অন্তর্গত। বাকি চারটি এলাকা চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত। তাই চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত চারটি এলাকায় সরাসরি প্রতিমন্ত্রীর দায় বর্তায় না। ওই চারটি এলাকায় প্রশ্নের মুখে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক, তৃণমূলের বি জোনের সভাপতি মানিক দাসের ভূমিকা। ইতিমধ্যেই মানিক দাসকে সরানোর দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং সিপিএমের সঙ্গে গোপন আঁতাত রেখে টিকিট বিক্রির অভিযোগও তুলেছে দলের একাংশ। ফলে এই মুহূর্তে কার্যত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে শাসকদলের হতশ্রী চেহারা সামনে এসে পড়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং দুর্নীতি। এই দুই কারণেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। বন্যাত্রাণ দুর্নীতির বিশাল প্রভাব পড়েছে ভোটে। দুই বিধায়ক তজমুল এবং নিহার রঞ্জনের গোষ্ঠীর মতানৈক্যও প্রভাব ফেলেছে সংগঠনে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সাংগঠনিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ করার ফল কার্যত খারাপ হয়েছে তৃণমূলের কাছে। তাই এই ব্লকে লোকসভা ভোটের আগে দলের হাল ফেরাতে বড় রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর অনেকেই দায়িত্ব হারাতে চলেছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে দুটি জোনকে পুনরায় জুড়ে দেওয়ারও চিন্তাভাবনা করছে শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও পার্শ্ববর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে ভালো ফল করেছে তৃণমূল। সেখানে দুর্নীতি ইস্যু পথের কাঁটা থাকলেও ব্লক নেতৃত্ব হাল ধরে ভোট বৈতরণী পার করেছে। তবে এই মুহূর্তে সবটাই সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক মহলের জল্পনা। প্রকাশ্যে শাসক দলের নেতৃত্ব মুখ খুলতে নারাজ। তবে শাসকের এই অস্থিতে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, প্রত্যেক ব্লকে তৃণমূলের এই অবস্থা হবে। দুর্নীতি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া তৃণমূল চলে না। পঞ্চায়েতে ভোট হয়নি, প্রহসন হয়েছে। কিছু জায়গায় মানুষ সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে ভোট দিয়েছিল। আসন্ন লোকসভা সব ব্লকেই ভরাডুবি হবে। জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ঈশাখান চৌধুরী জানান, ওই ব্লকে সিপিএমের সঙ্গে আমাদের সঠিক ভাবে সমঝোতা হয়েছিল। নিচু তলায় কর্মীদের মধ্যে জোট হয়েছিল। প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম দক্ষ হাতে সংগঠন সামলেছেন। তাই তৃণমূল হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেনি।

উদ্যান পালন সপ্তাহ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৮ আগস্ট ঃ সোমবার বিকেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের চেলিয়ামার বিডিও অফিসের স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মিটিং হলে এলাকার চাষিদের নিয়ে উদ্যান পালন সপ্তাহ উদযাপন করা হল। চাষিদের নিয়ে এদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে গাছের চারা বিতরণ করা হয় চাষিদের মধ্যে। উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর মহকুমা উদ্যান পালন আধিকারিক ড. দেবমালা মুখার্জী, রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের বিডিও অনামিত্র সোম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউরি, রঘুনাথপুর ২ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মুক্তেশ্বর সর্দার সহ অন্যান্যরা। ড. দেবমালা মুখার্জী জানান, উদ্যান পালন সপ্তাহ হিসেবে গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্তরে উদ্যান পালন সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে।

স্বামীর উপার্জনের ৫ লক্ষ টাকা প্রেমিককে দিয়ে বিপাকে গৃহবধূ

এজাজ আহম্মেদ, নবগ্রাম, ২৮ আগস্ট ঃ স্বামীর উপার্জনের ৫ লক্ষ টাকা প্রেমিককে ধার দিয়ে বিপাকে বধূ। টাকা ফেরতের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় প্রেমিকা গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার তারগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নবগ্রাম থানার তারগ্রাম এলাকার বাসিন্দা রেজাউল খান। অভাবের সংসার, পেটের তাগিদে শ্রমিকের কাজ নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। প্রতি মাসে রেজাউল সেই টাকা স্ত্রী সাকিলা বিবিকে পাঠিয়ে দিতেন। স্বামী বিদেশ যাওয়ার কিছুদিন পরই ওই গৃহবধূ প্রতিবেশী চাঁদ শেখের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, স্বামীর উপার্জনের টাকা দফায় দফায় চাঁদকে দিতেন। তিন বছর পর রেজাউল বাড়ি ফিরে তাঁর পাঠানো টাকার হিসেব স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে কথায় অসঙ্গতি দেখে সন্দেহ হয়। বিদেশ থেকে পাঠানো চার লক্ষের কিছু বেশি টাকার হিসেব দিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, বাড়ির সোনার গয়নারও খোঁজ নেই। পরবর্তীতে স্বামী রেজাউল চাপ দিতেই স্ত্রী সাকিলা স্বীকার করেন যে টাকা তিনি চাঁদকে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রেজাউল সেখের বিবাহ হয়েছে খড়গ্রাম। বর্তমানে তিন কন্যা সন্তানের মা সাকিলাকে বাড়ি থেকে বার করে দেন। ওই গৃহবধূর মায়ের বাড়ি খড়গ্রাম থানার মাড়গ্রামে। যদিও টাকার দাবিতে প্রেমিকার বাড়িতে ধর্ণায় রয়েছেন। এই ব্যাপারে রেজাউলের বলেন, অনেক কষ্টের টাকা। ওই টাকা ফিরে না পেলে আমি ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনব না। এতে আমার কপালে যা ঘটার ঘটুক। স্বামী-সন্তানকে ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ওই গৃহবধূ। তাই পাওনা টাকা ফিরে পেতে তিনি চাঁদের বাড়ির সামনে ধরনায় বসেছেন। চাঁদের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে সাকিলা বলেন, সম্পর্কের জেরে ওকে আমি বিশ্বাস করে দফায় দফায় চার লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। আমাকে জমি কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই টাকা আত্মসাৎ করেছে চাঁদ। টাকা ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ওর বাড়ির সামনে থেকে নড়ছি না।

স্থায়ী সমিতি গঠন ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা। বিজেপির এক পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যকে মারধরের অভিযোগ। চলল চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর। ভেস্তে গেল সমিতির গঠন প্রক্রিয়া। ভোট না দিয়ে বেরিয়ে গেল তৃণমূল। পরে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে। সোমবার কৃষ্ণনগর-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির গঠন প্রক্রিয়া ছিল। সেই মতো বিজেপি এবং তৃণমূলের উভয় পক্ষের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর এক নম্বর বিডিও অফিসে। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নির্দিষ্ট সময়ের শুরু হয় স্থায়ী সমিতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া। এরপরেই আস্তে আস্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ ওঠে, স্থায়ী সমিতির পদগুলি হেরে যাওয়ার আশঙ্কা করে বিজেপির এক জন প্রতিনিধিকে মারধর করে তৃণমূল। পাশাপাশি একজন পঞ্চায়েত প্রধানকে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এরপরই পরিস্থিতি আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছায়। বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার দাবি করেন, ওপেন ভোট করার আগে তৃণমূল বুঝতে পারে তাদের আসন সংখ্যা কম রয়েছে। সেই কারণে হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিডিও অফিস ছেড়ে ভোট না দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিল। আমরা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলাম। ওই ব্লক অফিসের বিডিও অনৈতিকভাবে সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। মূলত আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। তবে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, আমাদের একজন জনপ্রতিনিধিকে ওরা জোরপূর্বক আটকে রেখেছে। পাশাপাশি গায়ের জোরে অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেছে বিজেপি। সেই কারণে আমরা ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আইসির নেতৃত্বে অবশেষে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

অবৈধ নির্মান রুখতে পুরনিগমের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ফের তৈরি হচ্ছে অবৈধ নির্মান। খবর পেয়েই অভিযান চালালো শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন জেসিবি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় ৯টি দোকান। জানা গিয়েছে, বেশকিছুদিন আগেই ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় পিডব্লিউডি -র জমিতে তৈরি অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হয়। সেখানে ফের তৈরি করা হচ্ছে অবৈধ নির্মান।এই খবর পেয়েই সোমবার সকালে শুরু হয় অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়ার কাজ। ঘটনাস্থলে ভক্তিনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় ৯টি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কয়েকমাস আগেই এই জায়গা খালি করা হয়েছিল। ফের তারা অবৈধভাবে নির্মান করতে শুরু করে।

পঞ্চায়েত শুদ্ধিকরণ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ আগস্ট ঃ দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গঙ্গাজল ও গোবর জল দিয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়টি শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করলেন নবনির্বাচিত বিজেপি প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জের তালদহ মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২২টি আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতটি দীর্ঘ ১৫ বছর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের দখলে ছিল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ১৫ বছর পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও এলাকার কোনরকম উন্নয়নমূলক কাজ করেনি শাসক দল শাসিত তালদহ মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এলাকায় রাতের অন্ধকার দূর করতে হাইমাস লাইটের ব্যবস্থা থাকলেও তার উজ্জ্বল আলো এখনও পর্যন্ত জ্বলতে দেখেননি এলাকাবাসী। পাশাপাশি রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ। এরপর ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ২২টি আসনের মধ্যে ১২টি আসন দখল করে। তৃণমূলের ঝুলিতে যায় ১০টি আসন। ২২ টির মধ্যে ১২ টিতে জয়লাভ করে পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করে বিজেপি। পাশাপাশি আগামী দিনে পঞ্চায়েত এলাকায় সাধারণ এলাকাবাসীর স্বার্থে উন্নয়নকে ঢেলে সাজানোর অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তারা। মূলত তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার পুরনো দিনের সব কলঙ্ককে মুছে ফেলতে গঙ্গাজল ও গোবর দিয়ে পঞ্চায়েত ভবন পরিষ্কার করে তালদহ মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করলেন বিজেপি সমর্থিত নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত বোর্ড সদস্যরা।

রাস্তার সংস্কার চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অভিভাবকদের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার বড়জোড়ার মানগ্রাম-রাজপ্রাসাদপুর গ্রামে এই ঘটনা হয়। বড়জোড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন রাস্তার উপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা বসে থাকেন। এর ফলে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে তাঁরা বিডিওকে স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশ পথ আটকায়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ড্রেস পরেই 'আমরা স্কুল যাব আমাদের রাস্তা কই', 'পাকা ও নিরাপদ রাস্তা আমাদের অধিকার', 'পাকা রাস্তার আশায় শৈশব থেকে কৈশোর এলো রাস্তা হল না' ইত্যাদি লেখা পোস্টার হাতে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কের উপর বিক্ষোভ দেখায়। যদিও আরও পরে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা অফিসে গিয়ে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে জানানো হয়েছে, মানগ্রাম-রাজপ্রাসাদপুর এলাকার একাধিক রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল। ওই গ্রামগুলি থেকে এলাকার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র- ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এই অভিযোগ মেনে নিয়ে বলেন, এতদিন ভোট চলছিল। আর বোর্ড গঠন হতেও বেশ দেরি হয়েছে। এবার নতুন করে রাস্তা গড়া হবে। এই বিষয়ে আলোচনা চলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজিডব্লু.২৭২/১৫৬/টি১/৫৮এ, তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩। চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/ প্রোজেক্ট-I, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ন্যূনতম যোগ্যতামান পূরণকারী ও অনুরূপ ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এরূপ অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে 'ওপেন' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনের অন্ডাল-সীতারামপুর সেকশনে ডুয়াল মাল্টি সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার সহ ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবহারের মাধ্যমে অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ ও তৎসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ (দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে টেন্ডার)। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৫,২৩,৪৪,৬২১.৩২ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১১ (এগারো) মাস। **টেন্ডার নথি অনলাইনে জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৯.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **প্রি-বিড কনফারেন্সঃ** ০৪.০৯.২০২৩ বেলা ১২টা। **সময় ও তারিখ সহ ওয়েবসাইটের ঠিকানা যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবেঃ** ২৫.০৮.২০২৩ তারিখ থেকে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের আর্থিক বিড পরবর্তীকালে ঘোষিত তারিখে ও সময়ে খোলা হবে। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২৯,১১,৭০০ টাকা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার বিড জমা করা যাবে ঃ** বিড শুধুমাত্র অনলাইনে জমা করা যাবে। ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য টেন্ডারদাতাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইট অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ রেজিস্টার করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধনী/ সংযোজনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র এই সাইটে দেখা যাবে। বিডারগণ তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় অবধি জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল বিড/প্রস্তাবের অনুমোদন নেই। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। রেলওয়ে বোর্ডের লেটার নং ২০১৭/ট্রান্স/০১/পলিসি/পিটি-এস তারিখ ২৮.০৩.২০১৮ অনুসারে ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট (৫০ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্বে)-এর জন্য ইলেক্ট্রনিক রিভার্স অকশন (ই-আরএ) প্রযোজ্য।

(CON-58/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

লামডিং মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

এনআইটি নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি-০৫ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৪-০৮-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এনকেএমজি-ওএইচই-এমওডি-৬।** কাজের নামঃ "অমৃত ভারত যোজনা"র অধীনের নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনে তিন (০৩) টি লাইনের ওপরে নতুন এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৯,৩১,৯৭২.৭৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৮,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৯-২০২৩** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE SNIT No.-EE/MID/SNIT-07/ 2023-24

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **31/08/2023** & Time **up to 05.00 PM.** Tender paper issue Date **01/09/2023** & Time : **from 04:30PM to 05.00PM.** Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http:// www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
NOTICE INVITING TENDER NO. WBIWEE/MED/SNIT-02/2023-24

Tenders are hereby invited by the EE/MED from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 1(One) no. work. Last date & time of for application for Tender Form on **31.08.2023 up to 15.00 Hours.** Details may be seen at website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Engineer
Mahananda Embankment Division, I.&W.Dte., Green Park, Malda.

Chandernagore Municipal Corporation

1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/ NIT-19(e)/2023-24, DT-28.08.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/19, DT- 28.08.2023
Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি টেন্ডার আহ্বান করছেন ১(এক)টি ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য এইচএমসি অধীন। আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্রের সাথে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার শংসাপত্র ও আপ টু ডেট জিএসটি শংসাপত্র ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।
দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে।
দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
Tender ID : 2023_MAD_559854_1
দয়াকরে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in

১২৬(২) /২৩-২৪ ১৮.০৮.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
নং. ডব্লুবি-এইচএমসি/টিএন/ইডি/এস ও ডি/১৩/২০২৩-২০২৪ তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস (২য় কল)

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পুরনিগম আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে কইপুকুর সুইমিং পুলের বিল্ডিং ও সন্নিহিত এলাকার সংস্কার কাজ এইচএমসি ওয়ার্ড নং. ৩২ অন্তর্গত, হাওড়া পুর নিগমের অধীন প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ / www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ** ঃ ০৪.০৯.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

১২৮(১)/২৩-২৪ ২৮.০৮.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the detailed in the table below:

Sl. No.	NIeT No.	Last date of Dropping
1	WB/EO/BLR/PS/NIET-11/2023-24	01.09.2023 up to 6.55 pm
2	WB/EO/BLR/PS/NIET-12/2023-24	
3	WB/EO/BLR/PS/NIET-13/2023-24	
4	WB/EO/BLR/PS/NIET-14/2023-24	
5	WB/EO/BLR/PS/NIET-15/2023-24	

For more details go to website: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

OFFICE OF THE INDPUR GRAM PANCHAYAT
INDPUR, BANKURA
Notice inviting e- tender NIT No: 06/15 th FC/2023-24, Date: 25/08/2023

Pradhan, Indpur Gram Panchayat, invites percentage rate e- tender for the total 2(Two)nos. similar works. Source of Fund: 15TH FC. Date of Publishing e- Tenders-**25/08/2023 AT 6:00 P.M.** Date of downloading the document from **25/08/2023 AT 6:00 P.M. up to 08/09/2023 AT 6:00 P.M.** Date of submission of Technical bid and Financial Bid **25/08/2023 AT 6:00 P.M. up to 08/09/2023 AT 6:00 P.M.** Date of deposit of original Demand draft against Earnest Money: **UP TO 12/09/2023 AT 12:00 P.M.** Date of opening Technical Bid at office of the Indpur Gram Panchayat- **11/09/2023 AT 12:00 P.M.** For details please visit office of the undersigned or may visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Indupur Gram Panchayat

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/GCM/NIeT1/23-24 (1st Call), Vide Memo No: 2649/GCM/e-Tender/112/2023/JM, Date:- 25/08/2023, e-Tender are invited by the Chairman, Jangipur Municipality, P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad from the eligible contractors for 04 Nos Proposed park in ward no-04, 05, 06 & 14 within Jangipur Municipality under GCM, **Tender ID : 2023_MAD_560838_1_4.** Publish Date: **29/08/2023 at 10:00 IST,** Bid Submission Start date (Online): **25/08/2023 at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **14/09/2023 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Jangipur Municipality

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/15 th FC/NIeT1/23-24 (1st Call), Vide Memo No: 2651/15 th FC/e-Tender/112/2023/JM, Date:- 25/08/2023, e-Tender are invited by the Chairman, Jangipur Municipality, P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad from the eligible contractors for-01 No Rejuvenation of water bodies in front of Tatipara Park at Mirdhapara Pukur Pond in ward no-10 within Jangipur Municipality and 02 Nos Construction of Boundary Wall in ward no-13 & 09 within Jangipur Municipality under 15th Finance Commission. **Tender ID: 2023_MAD_560564_1_3,** Publish Date: **29/08/2023 at 10:00 IST,** Bid Submission Start date (Online): **25/08/2023 at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **14/09/2023 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Jangipur Municipality

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/BMS/NIeT1/23-24 (2nd Call), Vide Memo No: 2650/BMS/e-Tender/112/2023/JM, Date:- 25/08/2023, e-Tender are invited by the Chairman, Jangipur Municipality, P.O.-Raghunathganj, Dist.- Murshidabad from the eligible contractors for 01 No Construction of High Drain from L.I.C Office to house of Bivuti Ukil in ward no - 14 & 15 within Jangipur Municipality. **Tender ID: 2023_MAD_560832_1,** Publish Date: **29/08/2023 at 10:00 IST,** Bid Submission Start date (Online): **25/08/2023 at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **14/09/2023 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Jangipur Municipality

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 755/EO/JLD-II, Dated: 25/08/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-08(e)/EO/JLD-II/2023-24 dated. 25/08/2023 (Tender ID 2023_ZPHD_560620_1)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last date of tender submission is **15/09/2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সামগ্রী বিক্রয়ে অধীন ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ **("কোড")** সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩৩(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তরলীকরণে) ধারা, ২০১৬। এতদ্বারা জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **"যেখানে আছে", "যা আছে", "যা কিছু আছে"** এবং **"কোন উপায় নেই"** ভিত্তিতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে যা তরলীকরণ প্রক্রিয়াতে রয়েছে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা করতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে উল্লেখিত সম্পত্তি ভিত্তিতে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েব পোর্টালে প্রদান করা হবে-www.airauctioneer.com। সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা স্বীকৃত প্রতিনিধি মারফত দরপত্র জমা করতে।

সম্পত্তির সারণী **(লক্ষ টাকায়)**

লট নং.	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত দর
১.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-১ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং. ৭, শ্রীরামপুর, ৯৮৪ ব.ফু., এসবিইউ, ৮০৭ ব.ফু. কভার এলাকা, হুগলী-৭১২২০১	৩০.০০	৩০০	০.৬০
২.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-২ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং. ৭, শ্রীরামপুর, ৮৮৭ ব.ফু., এসবিইউ, ৭২৭ ব.ফু. কভার এলাকা, হুগলী-৭১২২০১	২৭.৫০	২.৭৫	০.৫৫

ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৩। ১৭.০০ ঘটিকা। শেষ তারিখ/ সময় দরের ঃ ২০.০৯.২০২৩। ১৪.০০ ঘটিকা

বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে নিয়ম এবং শর্তাবলী মোতাবেক যা উল্লেখ রয়েছে প্রক্রিয়া নথিতে এবং নিম্নলিখিত শর্ত মোতাবেক ঃ
১. সম্পত্তির বিবরণী যা উপরোক্ত সারণীতে উল্লেখিত তরলীকারকের সর্বোচ্চ তথ্যমতে, কিন্তু তরলীকারক কোন ত্রুটি, ভ্রান্তি বা অনুল্লেখের জন্য জবাবদিহিতে বাধ্য নন এই ঘোষনায়।
২. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব পরিদর্শন করে সন্তুষ্টির জন্য সম্পত্তির বিষয়ে এবং দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে। সম্পত্তি পরিদর্শন যা নিলামে থাকবে অনুমোদন করা হবে আগ্রহী দরদাতাদের পরিদর্শনে প্রকাশের দিন থেকে নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ পর্যন্ত। তরলীকারক দায়ী থাকবেন না কোনরূপ পরিবর্তন, পূর্বস্বত্ব, দায়বদ্ধতা বা কোন বকেয়া সরকার বা অন্য কোন স্থানে ই-নিলামের সম্পত্তির বিষয়ে। আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা যায় কোনরূপ দায় সম্পর্কে নিজেদের থেকে খোঁজ নিতে সম্পত্তি বিষয়ে সঙ্গে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে।
৩. আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"আরএনএম ইনফ্রা প্রা.লি."** পক্ষে বা ব্যাঙ্কিং ট্রান্সফার মাধ্যমে শেষ তারিখের মধ্যে যা ওপরের সারণীতে উল্লেখিত, এই অ্যাকাউন্টে-**আরএনএম ইনফ্রা প্রা.লি., অ্যাকাউন্ট নং. ২১৮৬০০২১০০২৩৭১৯৪, আইএফএসসি কোড পিইউএনবি০২১৮৬০০**। কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট গ্রাহ্য নহে।
৪. দরদাতাদের অনুরোধ দেখতে-**www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-ntice-insolvency.html** বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নিজেদের দর জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে।

তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
কনকাভ রায়
তরলীকারক, মে. আরএনএম ইনফ্রা প্রা. লি.
আইবিবিআই রেজি নং. আইবিবিআই / আইপিএ-০০৩ / আইপিএ-আইসিএ-এন-০০২০৪/২০১৮-২০১৯ / ১২৪৫৬

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রা.লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **crip.rnminfra@gmail.com** **রেজিস্টার ঠিকানা ঃ** ৭৮ বোসপুকুর রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০১০৭, **kanak1686@gmail.com**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০৪/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত জোনাল সময়সীমার জন্য ডিভিসনাল টাউন ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধীনে নিম্নলিখিত মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত জোনাল কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষতঃ রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ বা অন্য কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থার সাথে অতীতে অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে জোনাল রি-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি/১০/জোন-১/২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ইস্ট/কেপিএ-এর অধীনে ইনস্টিটিউট ও ইটখোলা কলোনি সহ ফোরম্যান কলোনি, নিউ কলোনি, কবরস্থান এলাকা ও বাবু ব্লক কলোনি, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হসপিটাল, কাঁচরাপাড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স (স্টেডিয়াম), হসপিটাল কলোনি, এসটিসি ও আরপিএফ ব্যারাক-এর সার্ভিস ও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] (১) ইউএসএসওআর-১১-এর সকল অধ্যায়, শুধুমাত্র অধ্যায় ১৩, ১৫ ও ১৬ ব্যতীত। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি/১১/জোন-২/২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ওয়েস্ট/কেপিএ-এর অধীনে দাঙ্গাপাড়া কলোনি, সিটি বাজার, স্টোর ব্লক, ভুতবাগান কলোনি, এইচএলআর কলোনি, অফিসার্স কলোনি ও আমবাগান কলোনি-এর সার্ভিস ও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] (১) ইউএসএসওআর-১১-এর সকল অধ্যায়, শুধুমাত্র অধ্যায় ১৩, ১৫ ও ১৬ ব্যতীত। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অ-ফেরৎযোগ্য) ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা শেষের তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৪ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৯.২০২৩ বেলা ২.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। কাজের পরিধি ইঙ্গিতবাহী মাত্র। বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। প্রতিটি ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত টেন্ডার নথির মূল্য ও বায়নামূল্য শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে অথবা ভারতীয় শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবেও জমা দেওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড টেন্ডার নথির অ্যানক্সার-XI অনুসারে হবে। অন্য কোন পদ্ধতি গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডার নথির মূল্য ও বায়না মূল্য বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর), ডিমান্ড ড্রাফ্ট ও ব্যাঙ্কারস চেক গ্রাহ্য হবে না। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে না। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে, যে সময়কালে টেন্ডারদাতারা তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। টেন্ডার বন্ধ হবে **১৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টায়** এবং কর্মীবৃন্দ ও নেট সংযোগ প্রাপ্যতার ভিত্তিতে **একই তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোন সময়** টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-120/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 4 nos e-tenders for. Construction of P.C.C. Path in Ward no. 5,7,12 & 20 vide **e NIT Nos. COOCH BEHAR/PWD/56/23-24 Dt. 28-08-23 to COOCH BEHAR/PWD/59/23-24 Dt. 28-08-23.** eTender submission end date -**05/09/23.** Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড

CIN : L17119WB1935PLC046111
রেজি অফিস ঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম ফ্লোর,
৯/ ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. + ৯১ ৩৩-২২১০৯৪৫৫
ওয়েবসাইট ঃwww.rameshwarajute.com
ই-মেল ঃ sharedepartment@rjm.co.in

পাবলিক নোটিস

বার্ষিক সাধারন সভা **(এজিএম)** রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড(কোম্পানি)-র অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং **(ভিসি)**/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে **(ওএভিএম) বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং ধারাসমূহ যা রয়েছে, সঙ্গে পঠিত 'এমসিএ ও সেবি সার্কুলার' বানিজ্যিক আলোচ্যসূচী স্থির করা রয়েছে এজিএম নোটিসে।

এজিএম নোটিসের ই-কপি সঙ্গে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২৩ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে প্রদান করা হবে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ আরটিএ/ ডিপোসিটারিতে। সদস্যরা আরও লক্ষ্য করবেন এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- **www.rameshwarajute.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড **(সিডিএসএল)** ওয়েবসাইটে- **www.evotingindia.com**।

সদস্যরা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে কেবলমাত্র, যার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা রয়েছে সভার নোটিসে। সদস্যদের ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে যোগদান কোরাম হিসাবে গননা করা হবে অধীন সেকশান ১০৩ কোম্পানি আইন।

যে সকল সদস্যরা এখনও রেজিস্টার করাননি নিজেদের ই-মেল ঠিকানা তাদের অনুরোধ ই-মেল পাঠাতে কোম্পানির কাছে **sharedepartment@rjm.co.in** উল্লেখ করে সদস্যর নাম, ফোলিও নং., ইমেল আইডি, মোবাইল নং. সঙ্গে স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড ও আধার কার্ড কপি ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার পূর্বে (আইএসটি) এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এবং ই-ভোটিংয়ের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য।

কোম্পানি আনন্দিত সিডিএসএল-দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করতে পেরে নিজেদের সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সমস্ত আলোচ্য বিষয়ে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে। আরও, কোম্পানি আরও প্রদান করছে ই-ভোটিং ব্যবস্থায় ভোট প্রদান করতে সভা চলাকালীন। রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন বিস্তারিত তথ্যাবলী প্রদান করা হবে নোটিসে।

এজিএম নোটিস সকল সদস্যদকে পাঠানো হবে তাদের রেজিস্টার্ড ইমেল ঠিকানায় বকেয়া সময়ের মধ্যে।

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড-পক্ষে
স্বা /- প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮ আগস্ট, ২০২৩

মঙ্গল স্টিল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

CIN : L27109WB1981PLC033969
রেজি. অফিস ঃ ২৪৮, জি.টি. রোড, সালকিয়া (উ.), হাওড়া-৭১১১০৬
ফোন নং. ০৩৩-২৬৫৫ ৮৩৩১ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৬৫৫ ০৪৬৮
Email : msel@steelmangal.com, website : www.steelmangal.com

৪২ তম বার্ষিক সাধারন সভা, বুক ক্লোজার তারিখ ও ই-ভোটিং বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **মঙ্গল স্টিল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড** (কোম্পানি) সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১.৩০ ঘটিকায় কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে-২৪৮ জি.টি. রোড (উ), সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬, ব্যবসায়িক আলোচ্যসূচী উল্লেখিত এজিএম নোটিসে দেওয়া রয়েছে।

৪২তম এজিএম নোটিসের ইলেকট্রিক কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ সঙ্গে প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতির স্লিপ পাঠানোর হয়েছে সদস্যদের ই-মেলে যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / ডিপোসিটারিতে ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। একই কপি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.steelmangal.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-evotingindia.com।

অনুসারী ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি সমস্ত সদস্যদের সুবিধা দিচ্ছে ই-ভোটিংয়ের, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইলেকট্রনির পদ্ধতিতে। কোম্পানি সুবিধা নিচ্ছে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লি. (সিডিএসএল) থেকে ই-ভোটিং পরিচালনা করতে। সমস্ত বানিজ্যসূচী যার উল্লেখ রয়েছে নোটিসে আলোচিত হবে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায়, সদস্যদের দ্বারা যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে **সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১০.০০ ঘটিকায়** এবং শেষ হবে **বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়।** রিমোট ই-ভোটিং এই সময় এবং মেয়াদের পর আর গ্রাহ্য হবে না।

কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়েছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস প্রদানের পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন **কাট-অফ তারিখে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩,** তারা পেতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড / সিকোয়েন্স নং. **রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য** অনুরোধ জানান কোম্পানি অথবা রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড-র কাছে। কোন ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য না হয়ে থাকেন তাকে পাঠানো নোটিস শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।

কোন ব্যক্তি যার নাম রেকর্ড রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা পরিচালিত হয় ডিপোসিটারি দ্বারা কাট-অফ তারিখে, তারাই বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এবং বার্ষিক সাধারন সভা চলাকালীন ভোটদানে।

যে সকল সদস্যরা এজিএমে যোগদান করবেন, তাদের মধ্যে যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দেননি তারাই সভায় ভোট প্রদান করতে পারবেন। সভাস্থলে ভোটপ্রদান করা যাবে ফিজিক্যাল ব্যালট পেপারে। কোন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট প্রদান করেছেন তিনি সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু সভা চলাকালীন আর ভোট দিতে পারবেন না।

আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ১০ কোম্পানি আইন (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সদস্য রেজিস্টার এবং **শেয়ার ট্রান্সফার বুক** কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** উল্লেখিত এজিএম-এর জন্য।

যদি কোন সহয়তা প্রয়োজন থাকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন হেল্প সেকশানে-www.evotingindia.com বা ইমেল পাঠান helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুন ১৮০০-২০০-৫৫৩৩৩। রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত সমস্ত সহায়তা প্রদান করবেন শ্রী রাকেশ দালভি, ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফৎলাল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা ইমেল পাঠান -**helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

মঙ্গল স্টিল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- সরিতা শ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ হাওড়া
তারিখ ঃ ২৮.০৮.২০২৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

স্মার্ট ফোন, ওয়াচের পর এবার আসছে স্মার্ট রিং!

স্মার্ট ফোন , স্মার্ট ওয়াচ তো অনেকেই ব্যবহার করেন। ছবি তোলা থেকে শুরু করে প্রতিদিন কতটা হাঁটলেন- সমস্ত তথ্যই এক নিমেষে মেলে এই সব গ্যাজেটে। তবে এবার সমস্ত গ্যাজেটের কাজ একাই মিটিয়ে দেবে স্মার্ট রিং। হেলথ ট্র্যাকিং থেকে শুরু করে গান চালানো, ছবি তোলার মতো হাজারো কাজ করবে এই স্মার্ট রিং। ভারতের জনপ্রিয় কোম্পানি বোটের হাত ধরেই বাজারে আসতে চলেছে নতুন স্মার্ট রিং। কী কী ফিচার থাকবে নতুন এই গ্যাজেটে? ইউজারের প্রত্যেক দিনের মুভমেন্ট ও ফিটনেস ট্র্যাক করা যাবে। এই রিংয়ের মধ্যে রয়েছে হার্ট রেট মনিটর, দেহের তাপমাত্রা মাপার মনিটরের মতো আরও হাজারো প্রযুক্তি। মহিলাদের ঋতুস্রাবের খুঁটিনাটিও ট্র্যাক করা যাবে এই রিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও স্মার্ট রিং ব্যবহার করে গান শোনা, ছবি তোলার মতো হাজার কাজ করা যাবে। রিং অ্যাপের মাধ্যমে ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করা থাকবে এই রিংটি। সেখান থেকেই ফোনের যাবতীয় কাজও সেরে ফেলা যাবে এক নিমেষেই। এছাড়াও প্রতিদিন কতটা ঘুম হল, দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক রয়েছে কিনা-সব কিছুই জানান দেবে এই স্মার্ট রিং। আগামী ২৮ আগস্ট থেকেই ফ্লিপকার্ট ও আমাজনে এই স্মার্ট রিং পাওয়া যাবে। আপাতত ৭,৯, ১১ তিনটি মাপে রিং পাওয়া যাবে। নিজের পছন্দমতো মাপের রিং অর্ডার করা যাবে। আপাতত ৮৯৯৯ টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে এই রিংয়ের।

গুগল ক্রোম নিয়ে চরম সতর্কতা জারি কেন্দ্রের

ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে থাকা ভারত সরকারের কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CERT-In) সম্প্রতি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার গুগল ক্রোম নিয়ে চরম সতর্কতা জারি করেছে। CERT-In সার্চ ইঞ্জিন Google Chrome এর নির্দিষ্ট কয়েকটি আপডেটের মধ্যে একাধিক ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। আর সেই মতো ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক করেছে। CERT-In সতর্কতা অনুসারে, Chrome ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যা তাদের ডেটাকে বিপদে ফেলতে পারে। এই ঝুঁকিগুলির মধ্যে ফিশিং অ্যাটাকও রয়েছে। শুধু তাই নয় Data Breaching এবং ম্যালওয়্যার সংক্রমণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই জানানো হয়েছে অবিলম্বে এই বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সতর্কতায় বলা হয়েছে, হ্যাকার বা স্ক্যামাররা আপনার কম্পিউটারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে পারে। গুগল ক্রোমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক দুর্বলতা। যেমন- prompts, Web Payments API, SwiftShader, Vulkan, Video, WebRTC- এইসব ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে গুগল ক্রোমের ১১৬.০.৫৭৯০. ১৭০.১৭১ - এর আগের ভার্সান ব্যবহার করলে সমস্যায় পড়তে পারেন। অতএব গুগল ক্রোমের সঠিক ভার্সান ব্যবহার করছেন কিনা তা খেয়াল রাখুন। একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে MAC বা Linux ইউজারদের ক্ষেত্রেও। এই ধরনের ফাঁদে একবার পা দিলে বিপদ নিশ্চিত। যদি একজন ইউজার গুগল ক্রোমের মাধ্যমে একটি ম্যালিসিয়াস ওয়েবসাইটে যান অজান্তেই তবে হ্যাকাররা সহজেই তথ্য সহ আপনার ডিভাইসটি অ্যাক্সেস করতে পারবে। CERT-In অবিলম্বে গুগল ক্রোম আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থাৎ আপনার ডিভাইসে যেন গুগল ক্রোমের একদম লেটেস্ট আপডেট থাকে তা অবিলম্বে দেখে নিতে বলছেন। না করা থাকলে অবিলম্বে আপডেট করুন।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটির উষ্ণতা পরীক্ষা করল রোভার প্রজ্ঞান

এই প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটির নমুনা পরীক্ষা করা হল। ভারতের চন্দ্রযানের অংশ রোভার প্রজ্ঞান ইতিমধ্যেই চাঁদের মাটিতে কাজ করতে শুরু করেছে। সেই মিশনেই প্রথমবার চন্দ্রপৃষ্ঠের গভীরে ঢুকে মাটির তাপমাত্রা মেপে দেখা হয়েছে। তাপমাত্রার তারতম্য ধরা পড়েছে প্রজ্ঞানের যন্ত্রাংশে। তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে ইসরো। রবিবার এক্স প্ল্যাটফর্মে প্রথমবার রোভার প্রজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সেখানে বলা হয়েছে, চাঁদের মাটি পরীক্ষার জন্য চেস্ট' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। চাঁদের মাটিতে তাপমাত্রার তারতম্য খতিয়ে দেখাই এর কাজ। চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্তত ১০ সেন্টি মিটার গভীরে যেতে পারে এই চেস্ট। চাঁদের মাটিতে অন্তত ১০ রকম তাপমাত্রা খতিয়ে দেখতে পারে রোভার প্রজ্ঞানের এই যন্ত্র। প্রাথমিকভাবে যে তথ্য মিলেছে, সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেছে ইসরো। সেখান থেকে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। তবে মাটির গভীরে ঢুকলে এই পরিসংখ্যান পালটে যায়। প্রতি ২০ মিলিমিটার গভীরেই আলাদা রকমের তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ সেন্টি মিটার গভীরে গেলে তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় মাইনাস ১০ ডিগ্রি। এই প্রথমবার চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা নিয়ে এমন বিস্তারিত তথ্য জানা গেল। ইতিহাসে প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটিতে উষ্ণতার তারতম্যের পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এল। আগামী

দিনে আরও বেশ কিছু তথ্য জানাবে রোভার প্রজ্ঞান, সেটাও ঘোষণা করা হয়েছে ইসরোর তরফে। প্রসঙ্গত, চাঁদের মাটিতে মাত্র একদিন কাজ করতে পারবে রোভার প্রজ্ঞান। কারণ চাঁদের মাটিতে রাত নামলে প্রজ্ঞানের যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চাঁদের একদিনের আয়তন পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান। চাঁদের মাটিতে নেমে পুরোদমে কাজ চালাচ্ছে রোভার প্রজ্ঞান। শনিবার চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রজ্ঞানের একটি ভিডিও পোস্ট করে এই কথা জানিয়েছে ইসরো। সূর্যের আলোয় আলোকিত চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রজ্ঞানের ছায়া পড়েছে, সেই দৃশ্যও দেখা গিয়েছে ইসরোর পোস্ট করা ভিডিওয়। প্রসঙ্গত, গত বুধবার ইতিহাস গড়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছিল ভারতের ল্যান্ডার বিক্রম। তারপর থেকে চন্দ্রযানের সমস্ত যন্ত্রই ঠিকঠাক কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার চাঁদের মাটিতে ল্যান্ড করেছিল ভারতের বিক্রম। তিনদিন পর ওই ল্যান্ডিং পয়েন্টের নামকরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইসরোর টেলিমেট্রি ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমান্ড 'নেটওয়ার্ক মিশন কন্ট্রোল কমপ্লেক্স' থেকে শনিবার মোদী জানান, যে জায়গায় চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম নেমেছিল তার নাম 'শিবশক্তি' রাখা হয়েছে। চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার যেখানে আছড়ে পড়েছিল সেই জায়গার নাম তিরঙ্গা পয়েন্ট' রাখা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর এই ঘোষণার পরেই প্রজ্ঞানের নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে ইসরো। এক্স প্ল্যাটফর্মে ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, আপাতত শিবশক্তি পয়েন্টের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে প্রজ্ঞান। ওই এলাকা থেকেই চাঁদের মাটির নমুনা সংগ্রহ করছে। তবে নতুন তথ্যের খোঁজে আরও বেশ কিছুটা দূরে পাড়ি দিতে পারে ভারতের রোভার। ইসরোর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চারচাকায় ভর করে দিব্যি এগিয়ে চলছে প্রজ্ঞান। আপাতত ১৪ দিন চাঁদে কাজ চালাবে রোভার প্রজ্ঞান। মূলত দিনের বেলাই কাজ করবে প্রজ্ঞান, কারণ সূর্যের আলো থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই শক্তি ব্যবহার করে কাজ চলবে। ল্যান্ডার বিক্রমের পেট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা এলাকা ঘুরে দেখবে প্রজ্ঞান। প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে এই রোভার। চাঁদের যেটুকু অংশে হাঁটবে' প্রজ্ঞান সেখানে ভারতের জাতীয় প্রতীক ও ইসরোর লোগোর ছাপ রেখে দেবে।

সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পের ৫৭ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ২৮ আগস্ট ঃ মাইলস্টোন অর্জনের ক্ষেত্রে ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত সেবক- রংপো রেল প্রজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টানেল নং. টি-০৩-এ এক যুগান্তকারী সাফল্য

অর্জন করা হয়েছে। টানেলটির এই যুগান্তকারী সাফল্য অর্জনের সাথে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ০৭টি টানেল সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রধান টানেলের দৈর্ঘ্য হলো ১২৭৫ মিটার, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কাজিঝড়া ও শ্বেতিঝড়ার মধ্যে অবস্থিত। টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এই টানেলটি নির্মাণ করার সময় কয়লা গঠন হওয়ার জন্য মিথেন গ্যাস নির্গমন হয়েছিল, যা এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বানমূলক ছিল। কাজের সময় যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মিথেন গ্যাসের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড অথবা এনএটিএম ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রকল্পে টানেল ডিজাইনের জন্য একটি আমেরিকান কনসালটেন্সি টিম জড়িত হয়েছে এবং ভারত ও বিদেশের শীর্ষস্থানীয় ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এবং ভূতাত্ত্বিকরা পরিচালনা টিমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সেবক-রংপো প্রজেক্ট ইতিমধ্যেই ৫৭ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কিঃ মিঃ লম্বা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং ১৪টি টানেল, ১৭টি ব্রিজ ও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮ কিঃমিঃ বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৮৩ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে টানেল খনন সম্পূর্ণ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ৫.৩৪ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সবগুলি সেকশনের কাজ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

চাকরির নামে প্রতারণা করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ কাজ দেওয়ার নামে যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে মোদী সরকার, এমনই অভিযোগ করল কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, মোদী সরকার যুবকদের কর্মসংস্থান দেওয়ার নামে জালিয়াতি করছে। বছরে দুকোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, এমনই অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগের সুরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্মসংস্থান মেলায় চাকরি করা কিছু মানুষকে যোগদানের চিঠি দেওয়া হয়েছে। এমনকি যাদের পদোন্নতি হয়েছে, তাদের সংখ্যা আরও বেশি করে দেখানোর জন্য কর্মসংস্থান মেলায় চাকরির চিঠি বিলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন খাড়গে। এটা যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা। খাড়গে আরও বলেন, মোদী যদি যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন তাহলে তিনি তাদের ঠকাতেন না। চাকরি দেওয়ার নামে জনসম্পর্ক রক্ষা করলে চলবে না।

বন্ধ বাসমতী চাল রপ্তানিওঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ সাময়িকভাবে কিছু বাসমতী চাল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বিদেশের বাজারে ১২০০ ডলারে কম দামে বিক্রি হওয়া বাসমতী চালে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে এই দামের ঊর্ধ্বে বাসমতী চালের ক্ষেত্রে রপ্তানিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ভারত থেকে ৪৭৯ কোটি ডলার অর্থের বাসমতী চাল বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। মূলত মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকায় রপ্তানি করেছিল ভারত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সুগন্ধি বাসমতী চালের রপ্তানির ক্ষেত্রে যে যে নিয়ম প্রযোজ্য হয়, সেই নিয়মের আওতায় বাসমতী ছাড়াও অন্য চাল দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছিল বলে গোপন সূত্রে খবর মিলেছিল। সেই পরিস্থিতিতে বাসমতী চালের রপ্তানি উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগেই সাধারণ চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছিল বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারী দেশ ভারত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় স্থানীয় বাজারে লাফিয়ে বেড়েছে দাম। এই পরিস্থিতিতে গত ২০ জুলাই নন-বাসমতী সাদা চাল রপ্তানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোদী সরকার। এবার সস্তার বাসমতী চালের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকল্প হতে পারে না এআই , সাফ জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ মানুষের বুদ্ধির বিকল্প নয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন জানিয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের বুদ্ধিমত্তা বা মানব উপাদানের বিকল্প হতে পারে না। আদালত আরও জানায়, ChatGPT আদালতে আইনি বা তথ্যগত বিষয় বিচার করার ভিত্তি হতে পারে না। বিচারপতি প্রতিভা এম সিং ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য ChatGPT ফলাফলের উপর নির্ভর করার একটি মামলায় এক পক্ষের প্রচেষ্টা খারিজ করেন। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে এআই-এর যে কোনও তথ্যের সঠিক মাপকাঠি এবং নির্ভরযোগ্যতা এখনও ধূসর। তাই এই জাতীয় অ্যাপ প্রাথমিক গবেষণার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে মাত্র। উল্লিখিত টুল আদালতে আইনি বা তথ্যগত বিষয়গুলির রায় দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) ভিত্তিক চ্যাটবট যেমন ChatGPT -র তথ্য যার উপর নির্ভর করে বাদীর পক্ষ তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, ব্যবহারকারী কর্তৃক রাখা প্রশ্নেকর প্রকৃতি এবং কাঠামো সহ, প্রশিক্ষণের তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি। পাশাপাশি, এআই চ্যাটবটের তৈরি তথ্যে ভুল, কাল্পনিক মামলা আইন, কাল্পনিক তথ্য ইত্যাদির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাইকোর্ট সাম্প্রতিক এক আদেশে উল্লেখ করে। একটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন করে জুতো তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করার সময় আদালতের এই পর্যবেক্ষণেই এই আদেশ। বাদীর আইনজীবী পেশ করেছিলেন যে একটি জুতোর নাম ভারতে তার নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক এবং তার খ্যাতি সম্পর্কে ChatGPT -র তথ্য আদালতের সামনে রেখেছিলেন।

৫১ হাজারের বেশি যুবককে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে নিয়োগপত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে ৫১ হাজারের বেশি যুবককে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। সারাদেশে ৪৫ টি স্থানে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানীয় অর্থনীতি গতি পায়। তিনি আরও বলেন, একটা সময় উত্তরপ্রদেশ উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল এবং অপরাধের দিক থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উত্তরপ্রদেশ উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশ এখন গর্ব ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, এমন পরিবেশে কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, চন্দ্রযান-২ এবং এর রোভার প্রজ্ঞান ক্রমাগত চাঁদ থেকে ঐতিহাসিক ছবি পাঠাচ্ছে। এমন একটি সময়ে আপনারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরাও আইজিওটি কর্মযোগী পোর্টালে একটি অনলাইন মডিউল 'কর্মযোগী প্রবন্ধ'-এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। যেখানে ৬৭৩ টিরও বেশি ই-লার্নিং কোর্সগুলি 'যেকোনও জায়গায় যেকোনো ডিভাইস' শেখা যাবে।

অনিরাপদ প্যাকেজযুক্ত পানীয় জলের ব্যাপক বিক্রয়ের বিষয়ে গুরুতর স্বাস্থ্য ক্ষয়ে জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউবিপিডিডব্লিউএমডব্লিউএ), পশ্চিমবঙ্গের প্যাকেজড পানীয় জলের

শীর্ষ সংস্থা, অস্বাস্থ্যকর প্যাকেজড পানীয় জলের অননুমোদিত উৎপাদন এবং বিক্রয়ের জন্য জলের ব্যাপক অপব্যবহার এবং জনগণের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে শ্রী সঞ্জীব নাগ-সভাপতি, শ্রী জিতেন্দ্র সুরানা-চেয়ারম্যান, শ্রী নবীন জয়রামকা-সচিব, শ্রী সুকমল পাল-পূর্ব সভাপতি, শ্রী সুদীপ ঘোষ-সহ সভাপতি-ডব্লিউবিপিডিডব্লিউএমডব্লিউএ এবং ডঃ হরিন্দর সিং (অ্যাসোসিয়েশনের আইন ও মিডিয়া সমন্বয়কারী এবং অ্যাডভোকেট) বক্তব্য রাখেন তারা বলেন অ্যাসোসিয়েশন, যার মূলমন্ত্র স্লোগান হল ''জলই জীবন'' আমাদের উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের নাগরিকদের সচেতন করা এবং আমাদের সমাজে ঘৃণার তীব্রতা যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে তা সরকারের নজরে আনা। মিঃ সুদীপ ঘোষ বলেন, যদিও পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩৫০-৪০০ লাইসেন্সযুক্ত প্যাকেজযুক্ত পানীয় জল প্রস্তুতকারক রয়েছে, তবে হাজার হাজার অবৈধ ইউনিটগুলি লোকালয়ে গড়ে উঠেছে, যার ফলে ব্যবহারকারীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং এটি রাজ্যব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকির চেয়ে কম কিছু নয়। অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদকরা জল সরবরাহের অখণ্ডতার সাথে আপস করে বলে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে অসংখ্য জীবন। অনিরাপদ জলে কলেরা এবং টাইফয়েডের মতো জলবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অনিয়ন্ত্রিত ইউনিটগুলির আইনি সম্মতি এবং মানগুলিরও অভাব রয়েছে যার কারণে এটি মূল্যবান জল সম্পদ এবং পরিবেশের উপরও বড় প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জলবাহিত রোগ এড়াতে নাগরিকদের নির্ণায়ক উপভোক্তা হওয়ার জন্য সচেতন করা। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, এনজিও, সরকারের সাথে জড়িত হয়ে এই জটিল উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর সমাধান তৈরি করাও আমাদের উদ্দেশ্য, ডব্লিউবিপিডিডব্লিউএমডব্লিউএ এই সত্যটি তুলে ধরেছে যে কোনো লেবেল বা অতিরিক্ত খনিজকরণ এবং পরিশোধন ছাড়াই ২০ লিটারের জার তৈরি এবং বিক্রি করা হচ্ছে স্থানীয় এলাকায় যার ফলে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য এবং আস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। এই জালিয়াতি ২০ লিটার জারগুলি বাংলার প্যাকেজযুক্ত পানীয় জল বাজারের প্রায় ৯০ দখল করে ফেলেছে। জনসাধারণ এই উদ্বেগজনক সত্য সম্পর্কে জানেন না বলে তাদের নিজের ক্ষতির জন্য জল খেয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে ঃ সোম প্রকাশ

দেরাদুন, ২৮ আগস্ট ঃ বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ সোমবার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকার রোজগার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। আজ প্রধানমন্ত্রী চাকরি মেলায় ৫১ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র তুলে দেন। ইন্দো-তিব্বত বর্ডার সীমান্তে আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ ২৫ জন প্রার্থীকে নিজের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। সোমবার এখানে মোট ২০০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। সোম প্রকাশ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ এত যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। উন্নত ভারতের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করছে। তিনি আরও বলেন, সারাদেশে ৪৫ টি স্থানে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা কর্মসংস্থান মেলার মাধ্যমে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র সিএপিএফতেই প্রায় ৮৭ হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ১০ লক্ষ চাকরি পূরণ করার পরিকল্পনা করেছে। নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুণ্যার্থীদের গাড়ি, আহত ১১

নগাঁও, ২৮ আগস্ট ঃ নগাঁওয়ের জখলাবন্ধায় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ভোলে- ব্যোম পুণ্যার্থীদের গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই তরুণী সহ ১১ জন পুণ্যার্থী। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ডিজেল চালিত এএস ১২ এসি ১৭০৩ নম্বরের একটি টেম্পোয় চড়ে আজ ভোররাতে নগাঁও জেলার জেলার অন্তর্গত আমলখির ডিজুবস্তি থেকে হাতিমূড়ায় যাচ্ছিলেন ১১ জন ভোলে- ব্যোম পুণ্যার্থীর এক দল। কিন্তু জখলবন্ধায় ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ১২ সিসি ২০৪৩ নম্বরের একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় উল্টে যায় যাত্রীবাহী টেম্পো। এতে দুই যুবতী সহ ১১ জন ভোলে- ব্যোম পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত ১১ জনকে কলিয়াবর মহকুমা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে সংকটজনক বলে পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে একজন যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৩,৫০ মিনিটে, মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মী প্ল্যাটফর্মের বসার চেয়ারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে.ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে ১৪,২০ মিনিটে, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

'রাজধানী শিবশক্তি! হিন্দুরাষ্ট্র হোক চাঁদ', দাবি হিন্দু মহাসভার প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভার জাতীয় সভাপতি স্বামী চক্রপাণি মহারাজ দাবি

করেছেন যে অন্য কোনও ধর্মীয় বা জাতীয় দাবির আগে চাঁদকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। গত ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে চন্দ্রযান-৩। এই ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জনের পরই এমন প্রস্তাব আনেন তিনি। সফল সফট ল্যান্ডিং-এর পরই সেই ল্যান্ডিং স্পটের নাম শিবশক্তি রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরই চক্রপানি মহারাজ ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান যে অন্য কোনও ধর্ম চাঁদের উপর মালিকানা ঘোষণা করার আগে যেন সরকার এই দাবি জানায়। সংসদে এই নিয়ে প্রস্তাবনা পাশেরও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, সংসদে চাঁদকে হিন্দু সনাতন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হোক। চন্দ্রযান ৩-এর অবতরণের স্থান 'শিবশক্তি পয়েন্ট'কে সেই দেশের রাজধানী রূপে গড়া হোক। অন্য ধর্মের তরফে এই ধরনের দাবি করার আগেই সংসদে এই সংক্রান্ত বিল পাশ করানোর আরজি মহারাজের। স্বামী চক্রপাণি মহারাজ, তিনি নিজেকে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি বলে দাবি করেছেন। একইসঙ্গে এই স্বামী চক্রপাণি মহারাজ বলেন, 'শিবশক্তি পয়েন্টকে আমি শিবশক্তি ধাম হিসেবেই দেখছি। হিন্দু মহাসভা এবং সন্ত মহাসভার তরফ থেকে এই মর্মে আমরা সরকারের কাছে একটি চিঠিও লিখছি। চাঁদে যাতায়াত শুরু হলেই ওই শিবশক্তি পয়েন্টে আমি ভগবান শিব, মা পার্বতী এবং ভগবান গণেশের একটি মন্দির তৈরি করব।' চক্রপাণি মহারাজের মতে, চাঁদে অন্য কেউ জিহাদ করতে যাওয়ার আগে, সেখানে গিয়ে উগ্র মতাদর্শ ছড়াতে, সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর আগেই ভারতের উচিত চাঁদকে হিন্দু সনাতন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা। হিন্দু মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা হলে এই ভয় আর থাকবে না।

Name Change

I TABASSUM NISHA (old name) W/O SK AFSAR ALI Presently residing at 3, Karim Hussain Lane, Circus Avenue, Kolkata-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)TABASSUM ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. TABASSUM NISHA and TABASSUM ALI both are same and one identical person.

Name Change

I ARIFA MONDAL(OLD NAME) DAUGHTER OF SUKHARANJAN DAS RESIDING AT NEW KHULNA PALLY, DAS PARA, PO - MADHYAMGRAM BAZAR, NORTH 24 PARGANAS-700130, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHA DAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. THAT ARIFA MONDAL AND ASHA DAS ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BINIT RAM (OLD NAME) SON OF UPENDRA RAM RESIDING AT KANYANAGAR, GRAM - PANDITPUR, PO- DUMARIA, BHOJPUR- 802314, BIHAR. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINIT KUMAR RAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023.THAT BINIT RAM AND BINIT KUMAR RAM ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD JAHANGIR MALLICK (old name) S/O MD FARID UDDIN Presently residing at Dharampur near Imam Bara, Burnpur, Asansol, PS- Hirapur, Paschim Bardhaman-713325 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD JAHANGIR, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. MD JAHANGIR MALLICK and MD JAHANGIR both are same and one identical person.

Name Change

I MAJEDA BIBI (OLD NAME) WIFE OF SUKHARANJAN DAS RESIDING AT NEW KHULNA PALLY, DAS PARA, PO - MADHYAMGRAM BAZAR, NORTH 24 PARGANAS- 700130, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURITIRANI DAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. THAT MAJEDA BIBI AND SURITIRANI DAS ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRATHAM RANA (OLD NAME) SON OF SHIB SANKAR RANA RESIDING AT 31A PULIN KHATICK ROAD,PO& PS-TANGRA,KOLKATA-700015,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRATAM RANA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023.THAT PRATHAM RANA AND PRATAM RANA ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD FIROZ (OLD NAME) S/O MD JIYAUDDIN R/O 35/3 TOPSIA ROAD WARD NO 66 TILJALA KOLKATA 700039,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FIROZ ALAM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/08/2023. MOHAMMAD FIROZ AND MD FIROZ ALAM SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ASHIM GHOSH (old name) S/O AJOY KUMAR GHOSH Presently residing at 24/48, East Goal Bagan, Shailadubi Road, PS- Nimta, Barrackpore-700049 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHIM KUMAR GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. ASHIM GHOSH and ASHIM KUMAR GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I SHOBHA KUMARI(OLD NAME) DAUGHTER OF YOGENDRA MISHRA RESIDING AT 3/A/1 TRANSPORT DEPOT ROAD, TARATALA, KOLKATA-700088, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHOBHA KUMARI MISHRA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. THAT SHOBHA KUMARI AND SHOBHA KUMARI MISHRA ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PARBATI SARKAR alias PARBATI SARKAR BHANDARI (old name) W/O Prithira Bhandari Presently residing at 490, Harisava Math, Garia, PS- Bansdroni, (S) 24 Pgs, Pin-700084 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PARBATI BHANDARI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. PARBATI SARKAR, PARBATI SARKAR BHANDARI and PARBATI BHANDARI both are same and one identical person.

Name Change

I GURPREET SINGH CHANA (old name) S/O Late Jasbinder Singh Presently residing at 126/1, Girish Ghosh Road, Liluah, Howrah-711204 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GURPREET SINGH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. GURPREET SINGH CHANA and GURPREET SINGH both are same and one identical person.

Name Change

I ALI ASGAR MONDAL (OLD NAME) SON OF SAMAD MONDAL RESIDING AT NEW KHULNA PALLY, DAS PARA,PO - MADHYAMGRAM BAZAR, NORTH 24 PARGANAS- 700130,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKHARANJAN DAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. THAT ALI ASGAR MONDAL AND SUKHARANJAN DAS ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH MOHMAD MOKID MOHMAD SHAMSHAD ALAM (old name) S/O Late Shaikh Mohmad Mokid Presently residing at 24/B, Abdul Halim Lane, Kolkata-700016, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)MOHMAD SHAMSHAD ALAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 28/08/2023. SHAIKH MOHMAD MOKID MOHMAD SHAMSHAD ALAM and MOHMAD SHAMSHAD ALAM both are same and one identical person.

জঙ্গলমহলে আবারও আন্দোলন, আগামী মাসেই রেল-রাস্তা অবরোধে কুড়মিরা

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গলমহল, ২৮ আগস্ট ঃ জঙ্গলমহলে ফের আন্দোলনে ফিরছে কুড়মিরা। তাদের তপসিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করার দাবি নিয়ে আগামী মাসেই ফের রেল-রাস্তা অবরোধের ডাক দিল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। এবার পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল, সড়ক রোকো আন্দোলন শুরু হচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে। এমনটাই জানালেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতো। অজিত মাহাতো বলেন, গত বছর ২০ সেপ্টেম্বর রেল রোখা হয়। তারপর সরকারের আশ্বাস মতো আমরা আন্দোলন তুলে নিয়েছিলাম। সরকার আশ্বাস দেয় দেড় মাসের মধ্যে সুপারিশ কেন্দ্রের কাছে পাঠাব। সরকার কোনও কাজ করেনি। তাই ফের আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ফের রেল অবরোধ করতে চলেছি। এবার হচ্ছে তিনটি রাজ্যে। অনেকেই বলে থাকেন অজিত মাহাতো সাধারণ মানুষের হয়রানি করে। তাই আগে থেকেই আমরা তা জানিয়ে দিচ্ছি। তিন মাস আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাকেও বিষয়টি জানিয়েছি। এছাড়াও রেলমন্ত্রী ও দেশের প্রধান বিচারপতিকেও বিষয়টি জানিয়েছি। উল্লেখ্য, এর আগেও কুড়মিদের তপসিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে একাধিকবার আন্দোলনের পথে নেমেছে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। বিগত ২০২২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এবং চলতি বছরের ৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ৩ জেলায় রেল রোকো আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তারা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেনি। রাজ্য সরকার CRI কমেন্ট এবং জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠাতে টালবাহানা করছে। তাই এবার নিজেদের দাবি আদায়ের ডাক দিয়ে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল ও রাস্তা অবরোধের পথে হাঁটতে চলেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। অবরোধ নিয়ে পুরুলিয়ায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো বলেন, দিদি তো ওঁদের ডেকেছিলেন। এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। জেলাশাসক বর্তমানে বিষয়টি দেখছেন। রেল-সড়ক অবরোধ হলে সাধারণ মানুষের প্রচুর সমস্যা হবে। আমরা চাইব যাতে এই অবরোধ না হয়। ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসব যদি আলোচনার মাধ্যমে কোনও সমাধান করা যায়। অন্যদিকে, এই নিয়ে পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, পুরুলিয়া জেলাতেই নয় এই আন্দোলন পুরুলিয়া জেলা ও ঝাড়খণ্ডেও চলছে বহুদিন ধরে। দ্রুত এই নিয়ে রাজ্য সরকারের আলোচনায় বসা উচিত। দরকারে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করতে হবে। কোনও অবরোধের পক্ষে আমরা নই। বহু লোকের সমস্যা হয়। কোনও রকম অবরোধর পক্ষপাতি আমরা নই। আমি চাইব জঙ্গলমহলের মানুষ যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন তার জন্য আলোচনায় বসুন।

‘আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের কথা আজই রাষ্ট্রপতিকে জানাব’, বার্তা বিস্তার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ আগস্ট ঃ উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা আমি আজই ভারত সরকার তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জানাব’। সোমবার ওই জেলার চোপড়ার হাপ্তিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ারেলাল চা বাগান এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এই মন্তব্য করেন দার্জিলিঙ-এর সাংসদ রাজু বিস্তা।

বিস্তা বলেন, পুলিশ প্রশাসনকে বলব এখনও সময় আছে শুধরে যাও। কারণ তোমাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা প্রদানের জন্য। সেটা না করে গুণ্ডাদের সঙ্গে মিলে আদিবাসীদের উপর হামলা করো’! জমি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজু বিস্তা। স্থানীয় আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি তাঁদের মেডিক্যাল রিপোর্টও খতিয়ে দেখেন সাংসদ। সরেজমিনে গোটা ঘটনা দেখার পরে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন সাংসদ রাজু বিস্তা। পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। বিস্তা সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখানকার আদিবাসী শ্রমিকদের ওপরে এখানকার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের মদতে জমি মাফিয়ারা হামলা চালায়।

চারদিন ধরে বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা চাতরায়, নাজেহাল মানুষ

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ২৮ আগস্ট ঃ চারদিন ধরে বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা মুরারই এক ব্লকের অধীন চাতরা পঞ্চায়েত এলাকায়, নাজেহাল এলাকার মানুষ। বাধ্য হয়ে ট্যাকের কড়ি খরচ করে জেনারেটর ভাড়া করে জল তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। চাতরা পঞ্চায়েত প্রধান গোলেবুর রহমান জানান, চাতরা রেলওয়ে গেটের কাছে আণ্ডারপাশে বিদ্যুতের কেবল ফেটে গেছে। টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। বুধবারের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এলাকার মেম্বার জেনারেটর ভাড়া করে মানুষের সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু বিদ্যুৎ ছাড়া এর স্থায়ী সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এলাকার পঞ্চায়েত অফিস, তিনটি স্কুল ও হাসপাতালের সবাই ভুগছেন। হার্টের রোগীদের অবস্থা খুবই খারাপ। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মোয়াতেজ বলেন, বৃহস্পতিবার থেকে একটা এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগহীন। কেন হবে? বিদ্যুৎ বিভাগের স্টেশন সুপারিনটেণ্ডেন্ট কি ঘুমিয়ে আছেন? রীনা মৈত্র জানান, তাঁর মেয়ের মাইক্রোসার্জারি হয়েছে। শনিবার ছুটি পেয়েছে। তাকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য বলেন, চারদিন ধরে স্নান করতে পারছি না। আমার মৃত্যু হলে দায়ী থাকবে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম। স্থানীয় সিপিএম নেতা পঞ্চানন উপাধ্যায় বলেন, একটা এলাকা চারদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। ভাবা যায়। সুরাহা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। এই ব্যাপারে সাংসদ শতাব্দী রায়কে ফোন করে বলতে গেলে তিনি বলেন, একটা মিটিংয়ে আছি। পরে ফোন করবেন।

আগামী প্রজন্মের স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করুন, পথসভায় স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ আগামী প্রজন্মের স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করুন। উত্তরবঙ্গ যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পথসভায় জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গ যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পথসভা জলপাইগুড়ি শহরে নেতাজিপাড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সোমবার বিকেলে। বনকে রক্ষা করা পরিবেশকে বাঁচানো এই লক্ষ্যে পরিবেশপ্রেমীদের পথসভা। এদিন সন্ধ্যায় শহরের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে পরিবেশ বাঁচাও পরিবেশকে রক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই স্লোগানকে সামনে রেখে কথা সে অনুষিত হয়।

বেহাল রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ আগস্ট ঃ বেহাল রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয়রা, সোমবার সকালে ঘটনাটি করেছে দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোডের নিগমনগর বামনটাড়িতে। এ যেন রাস্তা নয়, ছোট ছোট পুকুর, গর্তে খানাখন্দে পরিপূর্ণ, দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে পথচলা। আর মাঝেমধ্যেই হয়ে চলেছে দুর্ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় প্রতিদিন সব ধরনের গাড়ি চলাচল করে, কিন্তু ভাঙা রাস্তার মেরামত হয় না। প্রশাসন যেন কানে তুলো গুঁজে বসে আছে, বারংবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। এর আগে কয়েকবার দুর্ঘটনায় ঘটেছে এই খানাখন্দে পরিপূর্ণ রাস্তায়। অল্প বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে আরও বিপদজনক হয়ে ওঠে, অবশেষে পথ অবরোধ করে এবার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন স্থানীয়রা। সোমবার সকাল থেকেই পথ অবরোধ শুরু করেন সেখানকার স্থানীয় মানুষজন। বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে পথ অবরোধ শুরু করেন তারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজট তৈরি হয় এলাকায়, অবশেষে দিনহাটা থানার পুলিশ এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর পথ অবরোধ উঠে যায়।

দিনহাটায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু দুই ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২৮ আগস্ট ঃ দিনহাটার বড়নাচিনার কুটিপাড়া এলাকায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু দুই ভাইয়ের। সেপটিক ট্যাংকে পড়ে গিয়েছিলেন ভাই। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে সেখানে পড়ে যান দাদাও। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু’জনেরই। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতরা হলেন সাদিকুল হক এবং নবীর হক। জানা গেছে, এদিন সকালে সাদিকুল নিজের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে কোনওভাবে সেখানে পড়ে যান। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন দাদা নবীর। ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাংকে পড়ে যান দাদাও। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা গিয়ে দু’জনকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দু’জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসের জেরেই দু’জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

শিশু মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ বালুরঘাট হাসপাতালে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৮ আগস্ট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চিকিৎসায় গাফিলতিতে জ্বরে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে মৃত শিশুর পরিবারের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে সোমবার দুপুরে হাসপাতাল সুপারকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। যদিও মারধরের কথা অস্বীকার করেছে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ। পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস। এদিকে বালুরঘাট থানার পুলিশ সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, মৃতের নাম অনুরূপ মুখার্জি (৮)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। রবিবার দুপুরে হঠাৎই জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বালুরঘাটে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে আসে পরিবার। সেখানে চিকিৎসককে না পেয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছু পরে মারা যায় ওই শিশু। পরিবারের অভিযোগ হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে তারা অভিযোগ দায়ের করতে চলেছে পরিবার বলে জানিয়েছেন। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার পরিজিনেরা। বিক্ষোভ চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অরুণাভ মণ্ডল নামে এক নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। এই ঘটনায় এদিন নিরাপত্তারক্ষীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও মৃতের পরিবারের তরফে মারধর করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

রাজ্য সড়ক অবরোধ, প্রতিবাদে সামিল আদিবাসী একতা মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট ঃ খাতড়ায় জোর করে আদিবাসীদের দখলে থাকা জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে অশান্তি দেখা দেয়। বাধা দিতে গেলে আদিবাসীদের গালিগালাজ এবং হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে খাতড়ার রাজাপাড়া ও খড়বনমোড়ের দুটি জায়গায় বাঁকুড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আদিবাসী একতা মঞ্চ। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের কাঁদনাশোলের কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই একটি জমি আদিবাসীদের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, রবিবার স্থানীয় কিছু তৃণমূল কর্মী আদিবাসীদের ওই জমির দখল থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় স্থানীয় কিছু আদিবাসী যুবক বাধা দিতে গেলে তাঁদের ব্যাপক গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই, মাঠে নামে আদিবাসী একতা মঞ্চ। সোমবার সকালে মঞ্চর কর্মী সমর্থকরা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে খড়বনমোড় ও রাজাপাড়া মোড়ের কাছে জমায়েত করে। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সড়কে অবরোধ শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ। অন্যদিকে, পৃথক একটি ঘটনায় প্রতিবেশী আদিবাসী পরিবারকে গালিগালাজ করেন খাতড়ার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিদ্যুৎ দাস। আদিবাসী একতা মঞ্চ আন্দোলনে নামতেই তাঁকে আটক করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। এদিন অবরোধস্থল থেকে আটক হওয়া বিদ্যুৎ দাসের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছে আন্দোলনকারী আদিবাসী একতা মঞ্চর কর্মীরা। দুটি বিষয় নিয়েই তৃণমূলের কেউ মুখ খুলতে চাননি।

বিক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট ঃ সোমবার কোতুলপুরে এলাকার কয়েকজন যুবকের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা করেছে সৌমিত্র। বিক্ষোভকারীরা সাংসদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করেন। পরে সিআইএসএফ এর সহযোগিতায় সাংসদ গাড়িতে চড়েই এলাকা ছেড়ে চলে যান। সোমবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর থেকে লাউগ্রামে দলীয় কর্মীর বাড়িতে যান সৌমিত্র খাঁ। লাউগ্রামে যাওয়ার পথে কোতুলপুর মিল মোড় এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে কথা বলতে চান। সৌমিত্র খাঁ তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাননি। সাংসদের সঙ্গে থাকা সিআইএসএফের সাহায্যে গাড়িতে চড়েই এলাকা ছেড়ে লাউগ্রামের উদ্দ্যেশ্যে বেরিয়ে যান। সেই সময় বিক্ষোভকারীরা কিছুটা পথ সাংসদের গাড়িকে তাড়া করে নিয়ে যান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চাকরি দেওয়ার নাম করে সৌমিত্র খাঁ ২০১৫ সালে তাঁদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা নেন। কিন্তু চাকরী মেলেনি। এদিন সেই টাকা ফেরত চাইতে গেলে সৌমিত্র খাঁ তাঁদের সাথে কথা বলা তো দুরস্থ তাঁদের ধমক দিয়ে সি আই এস এফ এর সাহায্য নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যান। বিষয়টি নিয়ে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, এলাকায় কাজ হচ্ছে তাই তৃণমূল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কারা এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁদের তিনি চেনেন না বলেও দাবি করেছেন সাংসদ। সাংসদ চাকরির নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

লাগাতার বৃষ্টিতে ডুয়ার্সে বন্যা পরিস্থিতি, বন্ধ ট্রেন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ লাগাতার বৃষ্টির জেরে ডুয়ার্সে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, গয়েরকাটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, চা-বাগান, রাজ্য সড়ক এবং রেলপথ। বানারহাট রেল স্টেশন সংলগ্ন ৯৩১ নং পিলারের কাছে রেললাইনের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ার ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ। সোমবার সকাল থেকে রেললাইন মেরামতের কাজ শুরু করেছে রেলদফতর। ভুটান পাহাড় সেই সঙ্গে ডুয়ার্স জুড়ে রবিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে বানারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভুটান পাহাড়ের জলে হাতি নালা প্লাবিত হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, গয়েরকাটা এলাকা। রাতেই জলবন্দি হয়ে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ। রাত ১টা থেকে জল ঢুকতে শুরু করে বানারহাট বাজার এলাকায়। রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে এক হাঁটু জল বইতে থাকে। আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুলে মাল সারানোর কাজ শুরু করেন। বানারহাট, লক্ষ্মীপাড়া, তেলিপাড়া- সহ পাঁচটি চা-বাগান প্লাবিত হয়। জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিন্নাগুড়ি এস এম কলোনি, নেতাজি পাড়া- সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি থামায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আতঙ্কমুক্ত হতে পারছেন না বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত রেল পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে মেরামতের কাজ চলছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব- নিকেশের পাশাপাশি ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনকে সকাল এবং দুপুরের খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী।

দ্রুত গতিতে কাজ করছে উত্তর পূর্ব রেল

গোরক্ষপুর, ২৮ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেল সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা মাথায় রেখে এবং নতুন ভারতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। এর অধীনে উত্তর-পূর্ব রেল বেশ কয়েকটি গেজ রূপান্তর, ডাবলিং, তৃতীয় লাইন এবং নতুন লাইন নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। এদিক দিয়ে আনন্দনগর-ঘুগলি হয়ে মহারাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন রেললাইন অনুমোদন করা হয়েছে। এই নতুন রেললাইনটি আনন্দনগরকে মহারাজগঞ্জ হয়ে ঘুগলি রেল স্টেশনের সাথে সংযুক্ত করবে যা গোরক্ষপুর-বাল্মীকিনগর সেকশনে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৫২.৭ কিমি। এবং অনুমোদিত খরচ ৯৫৮.২৭ কোটি। চলতি অর্থ বছরে এই কাজের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই নতুন রেললাইন নির্মাণের ফলে, হিমালয়ের পাদদেয় ক্ষুদ্র আকারের কৃষি শিল্পও উৎসাহিত হবে। এই রেললাইনটি মহারাজগঞ্জকেও সংযুক্ত করবে যা জেলা সদর। বর্তমানে নেপাল সীমান্তের সাথে যুক্ত মহারাজগঞ্জ নগর রেল হেডের সাথে সংযুক্ত নেই। এই লাইন নির্মাণের ফলে, বাল্মীকিনগর এবং রাক্সৌল হয়ে উত্তর ভারত থেকে আসা ট্রেনগুলি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি এবং গোরক্ষপুর জংয়ের বিকল্প পথ পাবে। স্টেশনে যানবাহনের চাপ কম থাকবে। এই নতুন ব্রডগেজ রেললাইনটি হবে বিদ্যুতায়িত লাইন। যার সুফল হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এ অঞ্চলসহ প্রতিবেশী দেশ নেপালের মানুষ পাবে। এতে মোট ০৯টি বড় ও ১৪ টি ছোট সেতু নির্মাণ করা হবে। এই রেললাইন নির্মাণের জন্য ১৯১.০৫৯ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে, যা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। এতে মোট ০৭ টি স্টেশন থাকবে, যার মধ্যে আনন্দনগর, মহারাজগঞ্জ এবং ঘুগলি ক্রসিং স্টেশন থাকবে এবং ০৪ টি হল্ট স্টেশন করা হবে। গোন্ডা থেকে পানিওহওয়া হয়ে আনন্দনগর, গোরক্ষপুর, গোরখপুর ক্যান্ট, ঘুগলি মোট দূরত্ব ৩০৭ কিমি। হয়। নতুন এই রেললাইন নির্মাণের ফলে এই দূরত্ব ২৬৫ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। থাকবো গোরক্ষপুরের বাইপাসের ফলে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

অসমের তিনসুকিয়ায় প্রায় ৫ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার করিমগঞ্জের তিন মাদক পাচারকারী

অসম, ২৮ আগস্ট ঃ উজান অসমের তিনসুকিয়ায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সন্দেহযুক্ত হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে আবিদুল হক, মারুফ আহমেদ খান এবং শিফলু আহমেদ নামের তিন মাদক পাচারকারীকে। এদের সকলের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তিনসুকিয়া জেলা পুলিশের ড্রাগস বিরোধী অভিযান তীব্রতর করা হয়েছে। তিনসুকিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মইদুল ইসলামের কাছে গোপন তথ্য ছিল, সুইট ডিজায়ার গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণের হেরোইন পাচার হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে কাকপথার থানার ওসি নবীন চেতিয়া সহ পুলিশের দল নিয়ে সেনা ছাউনির সামনে জাতীয় সড়কে নাকা পয়েন্ট গড়ে মাদক-উদ্ধার অভিযানে নামেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মইদুল ইসলাম। সময় গড়িয়ে মধ্য রাত, এক সময় এএস ০৪ পি ৭০১০ নম্বরের সুইফট ডিজায়ার এবং এএস ০১ বিভি ৩০৯২ নম্বরের একটি অল্টো কার আসে নাকা পয়েন্টে। গাড়ি দুটির গতিরোধ করে এগুলিতে তালাশি চালিয়ে সুইফট ডিজায়ার থেকে ৫৭ টি সাবানের কেসে ৫৬ টি পাউচে মোড়া ৭০০ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর সঙ্গে পুলিশ আটক করে তিন মাদক পাচারকারী করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জের দুই বাসিন্দা আবিদুল হক ও মারুফ আহমেদ খান এবং করিমগঞ্জ শহরের বনমালি এলাকার শিফলু আহমেদকে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি কারও। পুলিশ সূত্রের তথ্য, উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির স্থানীয় বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলির দর প্রায় ৫ কোটি টাকা হবে। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা স্বীকার করেছে, হেরোইনগুলি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে সংগ্রহ করেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/142/007/23-24/BUSTEE Name of the Work : **Maintenance of surface drain at Krishnanagar (slum area) near premises no. 24/4 in Ward no. 142**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,051.31;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/123/013/23-24 Name of the Work : **Maintenance of Vidyasagar Pally Park, Mohit Colony Park and Sukanta Sishu Udyan in Ward no. 123 undr Borough-XVI**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,80,598.58;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **07.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1) & **12.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 2); The Tender will be opened on : **09.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1) & **14.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1) & **02.09.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/16/2023-2024 Name of the Work : **Repairing of drainage adjunct at Rabindra Sarani and different places in Ward no. 42 under Borough-V**; Estimated Cost : **Rs. 2,99,794.07** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/11/2023-2024/D Name of the Work : **Patch repairing & restoraton of footpath at India Exchange Place from X-ing of N.S. Road to X-ing of Rabindra Sarani in Ward no. 45**; Estimated Cost : **Rs. 3,68,768.39** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 7,400.00;** Period of Completion : **45 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/050/010/2023-2024/D Name of the Work : **Restoration of paver block passage/footpath along Lenin Sarani (both sides) in Ward no. 50 under Borough-V**; Estimated Cost : **Rs. 3,40,905.55** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/13/2023-2024 Name of the Work : **Development of passage at 9/12 Narasingha Lane in Ward no. 40**; Estimated Cost : **Rs. 2,79,852.68** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **25 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **09.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2) & **07.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 3 & 4); Date and Time of opening of Tender : **11.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2) & **09.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 3 & 4); The bid forms and other details are available on and from **28.08.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2) & **29.08.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 3 & 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4).

The Executive Engineer (Civil)/BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/071/027/2023-2024/R (1st call) Name of the Work : **Development of bustee latrine at 1, 3, 5, Debendra Ghosh Road in Ward no. 71**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,49,793.30;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No.: KMC/IX/077/030/2023-2024 Name of the Work : **Maintenance of bustee sewere line at 33H/6, 33H/8, Dent Mission Road, 90H/4, Dr. S. B. Road, 11H/1 M.M. Ali Road etc. in Ward no. 77**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,612.63;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(3) NIT No.: KMC/IX/077/031/2023-2024 Name of the Work : **Maintenance of bustee pit cover, C. P. Cover, Yard Gully Cover by supplying, fitting, fixing belongs to premises of Dr. Sudhir Bose Road, Dent Mission Road, M.M. Ali Road etc. in Ward no. 77**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,945.66;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(4) NIT No.: KMC/IX/077/032/2023-2024 Name of the Work : **Maintenance of bustee sewer line by desilting at different bustee area in Ward no. 77**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,860.84;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **11.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); Tender will be opened on : **13.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4).

The Executive Engineer (Civil)/BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/24/23-24 (2nd Call) Name of the Work : **Repairing of road damaged by Utility Agency near 704 Naskarhat Tagore Park Block C & different places etc. in Ward no. 107, Br-XII**; Estimated Cost : **Rs. 2,45,138.06;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **120 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XII/102/05/23-24 Name of the Work : **Urgent protection of pond side road by providing Eucalyptus Bullah Pilling near premises no. C/56A, C/58 etc. Baghajatin Colony in Ward no. 102, Borough-XII**; Estimated Cost : **Rs. 4,81,658.10;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **75 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XII/107/18/23-24/BUSTEE Name of the Work : **Construction of sanitary latrine with septic tank at 66, Rajdanga Purbapara & EKTP Indu Park Canal side Rajdanga Main Road etc. in Ward no. 107, Borough-XII**; Estimated Cost : **Rs. 1,99,426.16;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **120 Days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/16/23-24 Name of the Work : **Maintenance of road by providing hot mix near Neli Nagar, Sucheta Nagar etc. in Ward no. 105, Borough-XII**; Estimated Cost : **Rs. 1,49,575.57;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **240 Days;**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/040/23-24 Name of the Work : **Improvement of cement concrete road near premises no. 4/1 Purbachal Lal Bahadur Shastri Road in Ward no. 106**; Estimated Cost : **Rs. 1,79,224.60;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **40 Days;**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/041/23-24 Name of the Work : **Restoration of damaged roads near premises no. 7 Prasanna Das Road, 6/10 Deshbandhu Sarani & others in Ward no. 106**; Estimated Cost : **Rs. 2,99,340.41;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **50 Days;**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/10/23-24 Name of the Work : **Maintenance of road by providing hot mix near Baghajatin D Block, 6 no. Chittaranjan Colony etc. in Ward no. 102, Borough-XII**; Estimated Cost : **Rs. 1,48,810.55;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **210 Days;**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/21/23-24 Name of the Work : **Restoration of footpath near D87/1, D5- Baishnabghata Patuli Township etc. in Ward no. 101**; Estimated Cost : **Rs. 2,44,818.09;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/22/23-24 Name of the Work : **Maintenance of roads by relaying, resetting, painting kerbs and other ancillary works before ensuing festive season at different places in Ward no. 101**; Estimated Cost : **Rs. 2,97,561.69;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **11.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 9); Date and Time of Opening of Bid : **13.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 9); The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 9).

651/23-24

‘বিশ্বকাপে মানকাডিংয়ের সুযোগ নেওয়া উচিত’, বলে দিলেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ আরও একবার জোর আলোচনায় নন স্ট্রাইক প্রান্তে আউট বা মানকাডিং। এই আলোচনা উসকে দিয়েছেন আফগানিস্তানের পেসার ফজলহক ফারুকি। পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান ম্যাচে পাক অলরাউন্ডার শাদাব খানকে মানকাডিং করার চেষ্টা করেছিলেন আফগান পেসার। তাতেই যত বিপত্তি। অতীতে এমন আউটকে ক্রিকেটীয় স্পিরিটের পরিপন্থি ধরা হলেও বর্তমানে এটি সাধারণ রান আউটের মধ্যেই পড়ে। ক্রিকেটের আইনে তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের আউট যতটা সম্ভব এড়িয়ে যায় ক্রিকেট টিমগুলি। ওডিআই বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি বা স্টিভ স্মিথদের মতো ক্রিকেটাররা নন স্ট্রাইক প্রান্তে রানআউটের শিকার হলে কী হবে? এর উত্তর দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যিনি এই নিয়মের পক্ষেই কথা বলেন। অশ্বিনের মতে, ব্যাটার যদি সতর্ক থাকেন তাহলে আর এত বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে না। এই সমস্যার সমাধানে তিনি বলেছেন, ‘‘ব্যাটার যেই হোক বা পরিস্থিতি যাই হোক, দেখতে হবে বোলার বল ছুড়ছে কি না। বল না করেই যদি আউট করে তাতে বোলারের বাহবা প্রাপ্তি। বরং সেক্ষেত্রে ব্যাটারকেই বলা উচিত যে তিনি ঠিক কাজ করেননি।’’ তাঁর মতে বিশ্বকাপের সময় প্রতিটি দলের এমন আউটের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কারণ দিনের শেষে জয়টাই সব। অনেকের ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে। অশ্বিন সমাধানের ভঙ্গিতে বলেছেন, ‘‘ক্রিজের ভেতরে থাকুন, শান্তিতে থাকুন।’’ ভারতীয় দলের তারকা অফস্পিনার চান, বিশ্বকাপে দলগুলির এর সুযোগ নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে সবকটি দল এমন রানআউটের পক্ষে নয়। তবে বিশ্বকাপের সময় আশা করি সবাই এর জন্য প্রস্তুত থাকবে। কারণ ‘আমরা মানকাডিং করব না’ বলে বেশি নীতি দেখালে বিপক্ষ দলগুলির কাছে কৌশল ফাঁস করে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপ তো রোজ রোজ জেতা হয় না। এটা আজীবনের প্রাপ্তি। তাই প্রতিটি দলেরই এমন রানআউটের সুযোগ নেওয়া উচিত।’’

এশিয়া কাপে বোলারদের পরীক্ষা, বললেন আক্রম

লাহোর, ২৮ আগস্টঃ হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন। শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সে কারণেই এ বার এশিয়া কাপও ৫০ ওভারের ফরম্যাটে হবে। আর এটাই বোলারদের কাছে কঠিন পরীক্ষা বলে মনে করছেন কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রম। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রমরমায় দীর্ঘ ফরম্যাট কিছুটা হলেও জৌলুস হারিয়েছিল। বিশ্বকাপের আগে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বদল হয়েছে। এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। তবে টুর্নামেন্ট হবে হাইব্রিড মডেলে। টুর্নামেন্টের বেশির ভাগ ম্যাচই হবে শ্রীলঙ্কায়। পাকিস্তানে হাতে গোনা কয়েকটি ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে এই টুর্নামেন্ট প্রস্তুতির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এতে বোলারদের অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে করছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার। বুধবার শুরু হচ্ছে প্রতিযোগিতা। মুলতানে

পাকিস্তান বনাম নেপাল। নজরে অবশ্য ২ সেপ্টেম্বর। সেদিন ভারত-পাকিস্তান। ওয়াসিম আক্রম বলছেন, ‘‘ভারত হোক বা পাকিস্তান অথবা শ্রীলঙ্কা, এই টুর্নামেন্ট থেকেই বোঝা যাবে, বোলাররা ১০ ওভার করার মতো পরিস্থিতিতে রয়েছেন কিনা। এখন বেশির ভাগ বোলারই ৪ ওভার করতেই অভ্যস্ত (টি-টোয়েন্টি)।’’ গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থাকায় তার আগে এশিয়া কাপ হয়েছিল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। এ বার একই কারণে ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। ফিটনেসের দিক থেকে কঠিন পরীক্ষা বলে মনে করছেন আক্রম। বলছেন, ‘‘গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থাকতে হলে জিততে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এ বার ৫০ ওভারের ফরম্যাট। টি-টোয়েন্টি নয়। সহজ কথায়, মানসিকতা এবং ফিটনেস দুর্দান্ত প্রয়োজন। প্রতিটা দলের জন্যই কঠিন পরীক্ষা।’’ এশিয়া কাপে কাউকেই ফেভারিট ধরছেন না আক্রম। বলছেন, ‘‘গত বার আমরা সকলেই কার্যত ধরে নিয়েছিলাম, ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হবে। শেষ অবধি শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন হয়। এই তিনটি দলই বিপজ্জনক। যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। অন্যান্য টিমও ফাইট দেবে। গত বার শ্রীলঙ্কা জিতেছে। ভারত কিন্তু ফাইনালে যেতে পারেনি।’’ আগে থেকেই ভারত কিংবা পাকিস্তানকে ফেভারিট ধরতে পারছেন না ওয়াসিম আক্রম। তাঁর নজরে রয়েছে বাংলাদেশও। গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন সময় ভালো পারফর্ম করেছে বাংলাদেশ। প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে।

আবার সোনা জয় নীরজের

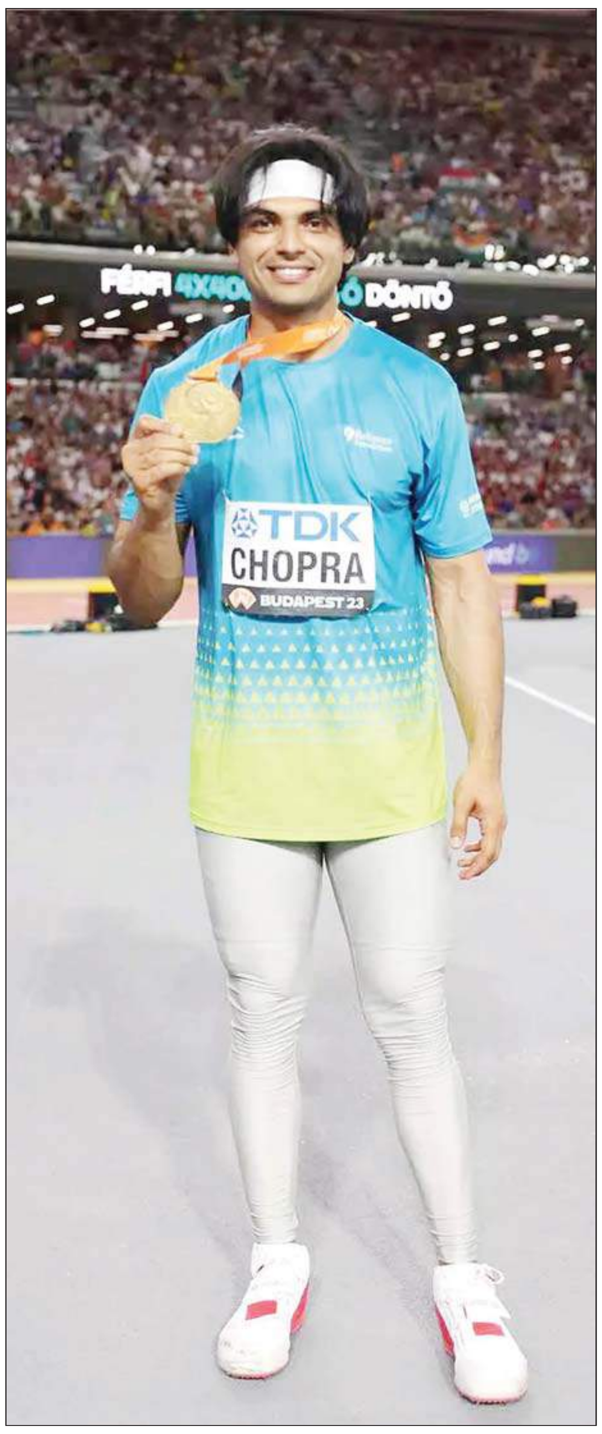

বুদাপেস্ট, ২৮ আগস্টঃ গর্বিত গোটা দেশ। চন্দ্রযানের সফল অবতরণের রেশ থেকে এত দ্রুত বেরনো সম্ভব নয়। গত কয়েক দিন আলোচনায় ছিল বিক্রম ও প্রজ্ঞান। রবির মাঝরাতে বর্শা-মঙ্গল। অলিম্পিকে সোনা জিতে একটা ইতিহাস লিখেছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা। বুদাপেস্টে নীরজ চোপড়ার সফ্‌ট ল্যান্ডিং সফল। গত বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে রুপো নিয়ে ফিরেছিলেন। এ বার সোনার পদক। নীরজ মানেই যেন নজির। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের প্রথম অলিম্পিক সোনাজয়ী নীরজ। টোকিওয় সেই নজির গড়েছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রথম সোনা বিঁধল তাঁর বর্শাতেই। ভারতে কোন খেলার জনপ্রিয়তা বেশি, এ নিয়ে আলোচনা চলতেই পারে। নীরজ চোপড়া নয়নের মণি এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অধরা ছিল অ্যাথলেটিক্সে ব্যক্তিগত ইভেন্টে অলিম্পিক সোনার পদক। টোকিওতে দেশের সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন তরুণ জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। তেমনই আক্ষেপ ছিল, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও। গত বার রুপো অবধি পৌঁছেছিলেন নীরজ। প্রত্যাশা বেড়েছিল। মরিয়া পরিশ্রম করেছেন। সাফল্যের জন্য ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীদের খুব বেশি অপেক্ষা করতে হল না। অলিম্পিক সোনা, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ রুপো, ডায়মন্ড লিগ এ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেন ভারতের তিনজন। সুপারস্টার নীরজ চোপড়া ছাড়াও ছিলেন কিশোর জেনা, ডিপি মনু। ৮৮.১৭ মিটার ছুঁড়ে সোনা নিশ্চিত করেন নীরজ চোপড়া। ভারতের বাকি দুই জ্যাভলিন থ্রোয়ার কিশোর (৮৪.৭৭ মিটার), মনু (৮৪.১৪ মিটার) পাঁচ ও ছয়ে শেষ করেন। ২৫ বছরের নীরজ চোপড়া দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই সেরা থ্রো করেন। শুরুটা হয়েছিল ফাউলে। দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৪.১৭ মিটার। সোনা জয়ের জন্য এটিই যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে নীরজের অনুপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম। মরসুমের সেরা থ্রোয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো নাদিমের (৮৭.৮২)। চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভালদেচ ব্রোঞ্জ পদক পান। ভারতের দ্বিতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে অলিম্পিক এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের নজির গড়েন নীরজ। সেই একই জুটি। অলিম্পিকের ব্যক্তিগত ইভেন্টে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছিলেন শুটার অভিনব বিন্দ্রা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন তিনি। নীরজও একই পথে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অ্যাথলেটিক্সে নীরজের আগে পদক জয়ের নজির ছিল লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জের। ২০০৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ২০২২ সালে রুপো জিতে সেই রেকর্ডে ভাগ বসান। এ বার সোনা জিতে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অনন্য নজির নীরজের। কিন্তু বিশ্বসেরা হয়েও নীরজের মুখে সেই ৯০ মিটার প্রসঙ্গ। অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সাইডলাইনে বলেন, ‘‘সকলেই বলছিল, অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সোনা নেই। এ বার সেই স্বপ্ন পূরণ হল। এই দেখুন সোনার পদক (গলায় ঝোলানো পদক দেখালেন)। আমি কিন্তু নিজের লক্ষ্য ভুলিনি। বলেছিলাম, ৯০ মিটার ছুঁতে হবে। আজও চেষ্টা করেছি। হল না।’’ মুখে সেই সরল হাসি রেখে বলে চললেন, ‘‘এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ৯০ মিটারের চেয়ে সোনার পদকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামনে আরও প্রচুর প্রতিযোগিতা রয়েছে, ৯০ মিটারের লক্ষ্য পার করবই।’’

ক্যাপ্টেন রোহিত জানালেন

আগামী দুই মাস লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপরেই ফোকাস করব

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ আগামী দুটো মাস ভারতীয় টিমের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ভারতীয় টিম ২০১১ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু তার পর বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের পর পর ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে, তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এ বার কি বিবর্ণ অতীত পাল্টে দিতে পারবে রোহিত শর্মার টিম? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের উপর যেমন নির্ভর করবে সাফল্য, তেমনই টিমের ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক কিছু। এশিয়া কাপে সেই ব্যালান্সই খুঁজে নিতে চাইছে ভারত। ৫ অক্টোবর শুরু বিশ্বকাপ। তার আগে রোহিত কী বলছেন? বিশ্বকাপ নিয়ে কী ভাবছেন রোহিত? ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেনের কথায়, ‘‘নিজেকে কতটা রিল্যাক্সড রাখছি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিষয়- যেগুলো অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়, সেগুলো নিয়ে ভাবতে চাই না। সোজা কথায়, সব কিছু বন্ধ রাখতে চাইছি। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ২০১৯ সালেও গিয়েছিলাম।’’ আপাতত এশিয়া কাপের শিবির চলছে বেঙ্গালুরুতে। জাতীয় শিবিরে নিজেদের ফিটনেস ও স্কিল ঝালিয়ে নিতে চাইছেন রোহিতরা। গত বারের বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন রোহিত। ৫টা সেঞ্চুরি সহ ৬৪৮ রান করেছিলেন। সেখান থেকেই পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, ‘‘গত বার মানসিক ভাবে দারুণ জায়গায় ছিলাম। প্রস্তুতিও চমৎকার নিয়েছিলাম। ওই ব্যাপারটা আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছি। তার জন্য অবশ্য সময় রয়েছে। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে কী কী ঠিক করেছিলাম, সেটা ফিরিয়ে মনে করার চেষ্টা করছি।’’ বিশ্বকাপে সাফল্যের খোঁজে নামবেন রোহিত এবং তাঁর টিম। ব্যর্থ হলেও ক্রিকেটার রোহিতের বিরাট কিছু বদলাবে না। বলছেনও, ‘‘সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা দিয়ে একটা মানুষ রাতারাতি বদলায় না। আমার মনে হয় না, একটা ম্যাচ কিংবা একটা টুর্নামেন্টে জয় মানুষ হিসেবে আমাকে পাল্টে দিতে পারে। গত ১৬ বছরে আমি মানুষ হিসেবে যা ছিলাম, তাই আছি। মনে হয় না, নিজেকে বদলানোর কোনও দরকার আছে। ফোকাস থাকবে, আগামী দু’মাসে নিজের লক্ষ্যে কী ভাবে পৌঁছতে পারি।’’ নেতা হিসেবে পাঁচবার আইপিএল জিতেছেন রোহিত। ২০১৮ সালে ভারতের ক্যাপ্টেন হিসেবে জিতেছেন এশিয়া কাপ। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে তাঁর নেতৃত্বেই খেলেছে ভারতীয় টিম। তবে জয় আসেনি। ব্যাটার হিসেবে রোহিত যথেষ্ট সফল। ৩০টা ওয়ান ডে সেঞ্চুরি, ১০টা টেস্ট, ৪টে টি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিও রয়েছে। ১৭ হাজারেরও বেশি রান করেছেন তিনি। রোহিত কিন্তু বলছেন, ‘‘তথ্য আমি বিশ্বাস করি না। কতটা উপভোগ করলাম, করাতে পারলাম, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন জিনিসটা আমাকে খুশি করল, সেটাই বেশি ভাবি। টিমকে নিয়ে সুখস্মৃতি তৈরি করাটাই তো আসল।’’ বিশ্বকাপের জন্য যে মনে মনে তৈরি হচ্ছেন ভারতের ক্যাপ্টেন, বোঝাই যাচ্ছে। যদি কাপ জেতাতে পারেন, কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর তিনিও চিরস্মরণীয় থেকে যাবেন ভারতীয় ক্রিকেটে।

ক্যাপ্টেন বাটলার জানালেন

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বিরাট ভূমিকা ভারতের!

লন্ডন, ২৮ আগস্টঃ গত বারের ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। থ্রি লায়ন্সদের অধিনায়ক জস বাটলার এ বারের বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তাঁর মতে, ভারতের উইকেটে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপে খেলতে অসুবিধা হবে না। আর এর জন্য বাটলার কৃতিত্ব দিয়েছেন বিসিসিআইকে। আরও ভালো করে বললে বাটলারের মতে, বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করেছে ভারত। কেন এমন বলেছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার? ২০১৯ সালে লর্ডসে হয়েছিল বিশ্বকাপের ফাইনাল। শেষ ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। ফাইনালের ফয়সলা হয় সুপার ওভারে। কিউয়িদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। এ বার ঘরের মাঠের সুবিধে থাকছে না ইংল্যান্ডের কাছে। কিন্তু ভারতের মাটিতেও যে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপ জিততে পারেন, এই নিয়ে আশাবাদী বাটলার। তবে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক অবশ্য এমনটা মনে করেন না যে, ভারতের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপে বাড়তি সুবিধা পাবে না ইংল্যান্ড। বাটলার বলেন,

‘‘ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ড বাড়তি কোনও সুবিধা কিন্তু পাবে না। তবে আমাদের অনেক ক্রিকেটার আইপিএল খেলেছে। তাই আমাদের দলের অনেতেই জানে ভারতের উইকেটে কেমন ভাবে খেলতে হয়। ওই অভিজ্ঞতা আসন্ন বিশ্বকাপে কাজে লাগবে। আশা করি তাতে আমাদের বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে সুবিধা হবে।’’ আইপিএলে বাটলার ২০২৩ সালে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে খেলেছিলেন। আইপিএলে তিনি নজরকাড়া পারফর্ম করেছিলেন। এ বার দেখার ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে ভারতের মাটিতে তিনি কী চমক দেখান। বিশ্বকাপের আগে বাটলার নিজের ৩ সেরা ব্যাটারের কথা জানিয়েছেন। মনে করেন না। বাটলার বলেছেন, ‘‘কুইন্টন ডি’কক পায়ের সামনে থেকেও দারুণ ভাবে তুলে শট মারতে পারে। রোহিতের পুল শট তো দুর্দান্ত। আর ঋষভ পন্থের নির্ভীক মানসিকতাও অসাধারণ। ওর খেলা দেখতেও দারুণ লাগে।’’ বাটলারের বলা এই তিন ক্রিকেটারের মধ্যে রোহিত শর্মা এবং কুইন্টন ডি’কক এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপে খেলবেন। তবে ঋষভ পন্থকে দেখা যাবে না বিশ্বকাপে। তিনি এখনও রিহ্যাবে রয়েছেন। বর্তমানে জস বাটলার অবশ্য দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে ব্যস্ত। ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের হয়ে খেলছেন তিনি। এবং এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহকারী ব্যাটার বাটলার।

মিচেল জনসনের অনমান

অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটকে টপকে প্রধান খেলা হতে পারে ফুটবল

সিডনি, ২৮ আসস্টঃ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা ক্রিকেট, জনপ্রিয়ও। তবে সদ্য সমাপ্ত ফিফা নারী বিশ্বকাপ ঘিরে অস্ট্রেলিয়ায় ফুটবলের যে জাগরণ দেখা গেছে, ভবিষ্যতে ফুটবলই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা হয়ে যেতে পারে বলে

ধারণা মিচেল জনসনের। বিশ্বকাপজয়ী এই পেসারের মতে, অস্ট্রেলিয়ার খেলাধুলার জগতে ক্রিকেটের দাপট ক্রমেই কমার পথে। ক্রিকেটে পাঁচবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের সঙ্গে অ্যাশেজ নামের টেস্ট দ্বৈরথ ব্যাপক জনপ্রিয়। তুলনায় ফুটবলে সাফল্য নেই বললেই চলে। গত বছর কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকে ছিটকে যায় ছেলেদের দল। আর মেয়েদের বিশ্বকাপে এবারের আগে সর্বোচ্চ অবস্থান ছিল শেষ আট। তবে এ বছর নিজেদের মাটিতে অনুষ্ঠিত ফিফা মহিলা বিশ্বকাপে আগের অর্জনকে ছাড়িয়ে সেমিফাইনালে উঠে যায় ‘মাটিলডাস’ নামে পরিচিত দলটি। অস্ট্রেলিয়াজুড়ে মেয়েদের ফুটবল ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের ফুটবলের এই জনপ্রিয়তা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন জনসন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৩ টেস্ট খেলা এই বাঁহাতি পেসার ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ানে একটি কলাম লিখেছেন, যার শিরোনাম ‘কেন ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে’। ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের মাধ্যমে ফুটবলের জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিকেটের সতর্ক হওয়ার আছে বলে মনে করেন জনসন, ‘ক্রিকেটের কি এ নিয়ে ভাবা দরকার? আমি তা-ই মনে করি। অস্ট্রেলিয়ার খেলাধুলা অঙ্গনের আগামী এক দশক কৌতূহলোদ্দীপক হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সারা দেশে ফুটবলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েছে। ফুটবলের দীর্ঘদিনের যে অভিযোগ

ছিল যে তারা সরকারি অনুদান সমানুপাতিক হারে পায় না। এখন দেশের মাটিতে বিশ্বকাপের মাধ্যমে সেটা ঘুচতে চলেছে।’ ওজট্যাম রেটিং ও চ্যানেল সেভেনের তথ্য বলছে, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনাল একই সময়ে ১ কোটি ১১ লাখ দর্শক দেখেছেন, যা দেশটির ক্রীড়া ইতিহাসে রেকর্ড। জনসনের মতে, টিভি ও অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় ’৮০, ’৯০ দশকের মতো ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা নেই, ‘ইতিহাসের অন্যতম আগ্রহজাগানিয়া অ্যাশেজ এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের মাটিলডাসের মতো পুরো দেশকে এক সুতায় গাঁথার ক্ষমতা থাকার পরও ২০২৩ সালে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এখানে কমছে।’ কেন কমছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ২০১৫ বিশ্বকাপজয়ী এই পেসার, ‘ক্রিকেট এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টির দিকে মোড় নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট এখন সেই জায়গায় যাচ্ছে, যেটা একসময় মাটিলডাস, সকারুস (অস্ট্রেলিয়ার ছেলেদের ফুটবল দল) ও বুমারসদের (অস্ট্রেলিয়ার বাস্কেটবল দল) ছিল। এর মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটটা এখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে, আমি নিশ্চিত নই।’

প্যারিস অলিম্পিক্সের টিকিট পেলেন পারুল চৌধুরী

বুদাপেস্টে, ২৮ আগস্টঃ সোমবার হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এর ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ফাইনালে ভারতীয় অ্যাথলিট পারুল চৌধুরী একাদশ স্থানে শেষ করেছেন। কিন্তু এটাই পারুলের পারফরম্যান্সকে পুরো ব্যাখ্যা করছে না। ভারতীয় অ্যাথলিট পারুল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় রেকর্ড ভাঙলেন। ৯:১৫.৩১ সময় করে জাতীয় রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন তিনি। এদিনের ইভেন্টে ব্রুনেইয়ের অ্যাথলিট উইনফ্রেড মুতিলে ইয়াভি ৮:৫৪.২৯ মিনিট সময় করে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। কেনিয়ার চেপ্‌কো এই সিজনে নিজের সেরা পারফরম্যান্স করে ৮:৫৮.৯৮ দিয়ে রুপো এবং কেনিয়ার আরেক ক্রীড়াবিদ ফেইথ চেরোটিচ নিজের ব্যক্তিগত সেরা সময় ৯:০০.৬৯ সময় করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ২০০ মিটার পর্যন্ত,

পারুল স্টিপলচেসে এগিয়ে ছিলেন কিন্তু এরপর তিনি গতি হারান এবং ১১ তম স্থানে শেষ করেন। ২৯০০ মিটার স্পি্লট পর্যন্ত, ভারতীয় অ্যাথলিট ১৩ তম অবস্থানে ছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ ১০০ মিটারে দুই স্পট উপরে উঠে আসেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501